ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
চতুর্দশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪২০/নভেম্বর-২০১৩

মোগল বাংলার রাজধানী ঢাকা : পূর্বাপর

কাবেদুল ইসলাম*

Abstract:

Dhaka, formerly spelled as Dacca, the present-day capital of Bangladesh was known to the people of ancient India as well as Bengal particularly to the linguists as there was a dialect called 'Dhakki' which is believed to have been originated in this area. It is interesting to note that this dialect was mentioned in a play named 'Mrcchakatika', which was written sometime in 2nd century B.C. to 6th century AD. Historically, Dacca or Dhaka was a provincial capital during the times of the great Mughals and its journey as so, was taken place sometime in 1608, 1610 or 1612 AD when Islam Khan, one of the ablest generals of Emperor Jahangir invaded the locality and ousted the rebel Afghan chiefs and established his provincial headquarters by the side of the river Buriganga. Subsequently, encircling the headquarters there emerged a new town and people from home and abroad gathered here. In the following pages, however, an attempt has been made to show how Dacca or Dhaka from the mere cradle of a village rose to the highest peak of becoming a metropolis of Bengal 'Suba' ('Suba'—a Persian word, meaning 'province'). Although it is true that from the first decade of the seventeenth century to modern times, Dacca or Dhaka was not a capital continuously. First, the seat of provincial capital was shifted in 1639 by the Mughal Prince Shah Suja, and secondly, when Murshid Quli Jafar Khan became the Subahdar of Bengal, Bihar and Orissa and chose 'Muksusbad' (re-named 'Murshidabad' after his own name) as his headquarters in the second decade of the eighteenth century. But in those days also Dhaka did not loose its importance due to some obvious reasons, especially as the homeland of world-famous 'muslin' and geo-political location, Dhaka continued its name and fame all over India and the world.

---

*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন যুগ্মসচিব। বর্তমানে বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকায় পরিচালক পদে কর্মরত। তাঁর এপর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ৩৬।

ভূমিকা

ইংরেজ প্রশাসক-লেখক লুইস সিডনি স্টুয়ার্ড ও'মালী (সংক্ষেপে এল. এস. এস. ও'মালী)-র মতে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক– এ-তিন যুগ মিলিয়ে এঅঞ্চলের যে ৯টি শহর ও নগর ইতিহাসের কোনো-না-কোনো পর্বে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে বাংলার বা দিল্লি, আগ্রা ইত্যাদির অধীনে বৃহত্তর বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ার ('have at one time or other been imperial or provincial capitals') গৌরব অর্জন করেছিল, তার মধ্যে 'ঢাকা'ও ছিল একটি। প্রসঙ্গত অন্য ৮টি হলো[১]– বিহার, নদীয়া, পাটনা, রাজমহল, মুঙ্গের, কটক[২], মুর্শিদাবাদ ও কলকাতা। স্বীকার্য, ও'মালী আরও কয়েকটি বিখ্যাত রাজধানীর নামোচ্চারণ করেননি, যেমন মগধ[৩], গৌড় বা লখ্‌নৌতি (লক্ষ্মণাবতী[৪]) বা জান্নাতাবাদ[৫], সোনারগাঁও, বিক্রমপুর, পান্ডুয়া বা ফিরোজাবাদ, তান্ডা বা তাঁড়া প্রভৃতি।

এগুলোর মধ্যে কলকাতা, গৌড়, রাজমহল, ঢাকা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ সম্পর্কে রেভারেন্ড জেমস লং (The Rev. James Long)-এর একটি মন্তব্য যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক প্রতীয়মান হওয়ায় এখানে তা তুলে ধরা হলো। তাঁর ভাষায়, 'Calcutta is the sixth capital in succession which Bengal has had within the last six centuries. The shifting of the course of the river, which some apprehend will be the case in Calcutta, contributed to reduce *Gaur* to ruins, though it had flourished for 2,000 years, though its population exceeded a million, and its buildings surpassed in size and grandeur any which Calcutta can now boast of. *Rajmahal*, "the city of one hundred kings," favourably located at the apex of the Gangetic Delta—*Dhaka*, famed from Roman times—*Nuddea*, the Oxford of Bengal for five centuries—*Murshidabad*, the abode of Moslem pride and seat of Moslem revelry,...These were in their days the transient metropolitan cities of the Lower Provinces...'[৬]

যাই হোক, জ্ঞাত ইতিহাসের আলোকে বিশেষ করে মধ্যযুগের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাবিজয়ী প্রথম মুসলিম শাসক ('the first Muhammadan ruler of Bengal') ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক, সেনরাজবংশ শাসিত তৎকালীন বাংলার রাজধানী নদীয়া, 'নওদিয়া' বা নবদ্বীপ[৭] অধিকারের সময় থেকে (১২০৪-৫) নিয়ে শুরু করে কাদের খান বা মালিক বেদার খিলজি (১৩২৫) পর্যন্ত বৃহত্তর বাংলার রাজধানী ছিল লখনৌতি বা গৌড়।[৮] এরপরে বাংলার সুলতানেরা যখন দিল্লির শাসকদের অধীনতা মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন বা প্রায় স্বাধীন নৃপতিরূপে

রাজত্ব করেছিলেন তখন দীর্ঘকালপর্যন্ত (১৩৫১-১৬০৮) স্বাধীন বাংলার রাজধানী ছিল সোনারগাঁও।[৯]

"Sonargaon came into prominence as an administrative center in the early medieval period, when Vikrampur, the ancient capital of *Vanga*, lost its importance. With the establishment of Muslim rule in this area in the closing years of the 13th century Sonargaon came to occupy the position of the capital of the territory of *Bang* and a mint town. It continued to enjoy this prominence, with various vicissitudes, till the occupation of this area by the Mughals in the early part of the 17th century, whence the capital was shifted to Dhaka."[১০]

পরিব্রাজক র‍্যালফ ফিচ (Ralph Fitch) তাঁর ভ্রমণপঞ্জিতে 'সোনারগাঁও'-এর বিশেষত্ব সম্বন্ধে লিখেছেন, "Sinnergan is a towne sixe leagues from Serrepore, where there is the best and finest cloth made of cotton that is in all India."[১১] মধ্যে পান্ডুয়ায় বা ফিরোজাবাদে এবং সুলতান প্রথম মাহমুদ শাহের সময়ে (১৪৪২-৫৯) গৌড়েও রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল।[১২] অন্যদিকে আফগান নরপতি সুলতান সুলায়মান কররানি তাঁর শাসনকালে (১৫৬৫-৭২) তান্ডা বা তাঁড়া-কে করেছিলেন (১৫৬৫) বাংলার রাজধানী।[১৩]

পরবর্তীকালে সুলতানিযুগের অবসানে এবং মোগল রাজত্বের সূচনায় আকবরের সেনাপতি ও বাংলার প্রথম মোগল সুবাদার মুনিম খান, খান-ই-খানান তান্ডা থেকে রাজধানী সরিয়ে এনেছিলেন গৌড়ে (১৫৭৫)। কিন্তু স্থানটি স্বয়ং সুবাদারসহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আমির-ওমরাহদের জন্য মারাত্মকভাবে অস্বাস্থ্যকর বিবেচিত হওয়ায় পুনরায় রাজধানী তান্ডায় নীত হয়েছিল। ১৫৯৫ সালে আকবরের আরেক বিখ্যাত সেনানায়ক ও বাংলার সুবাদার রাজা মানসিংহ রাজধানী নির্বাচন করেছিলেন গঙ্গা-তীরের রাজমহল-কে।[১৪] এখানে বলা দরকার যে, প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক ও যোগাযোগ সুবিধার কারণে স্বাভাবিকভাবে আগের রাজধানীগুলোও কোনো-না-কোনো নদ-নদীর তীরে স্থাপিত হয়েছিল বা অবস্থিত ছিল; কালক্রমে সেগুলো পরিত্যক্তও হয়েছিল প্রধানত সংশ্লিষ্ট নদীর প্রবাহ বা গতিপথ পরিবর্তনের ফলে। যেমন মানসিংহ কর্তৃক রাজধানী স্থানান্তরের কারণ সম্বন্ধে খান সাহিব মুহম্মদ আবিদ আলি খান লিখেছেন, "Fluctuations in the river course were again probably the main cause of the transfer."[১৫]

ঢাকা: মোগল বাংলার রাজধানী

মোগলযুগেই (তখন জাহাঙ্গিরের রাজত্বকাল) সুবাদার ইসলাম খান বাংলার নতুন রাজধানী হিসেবে প্রথমবারের ন্যায় ঢাকা-কে নির্বাচিত এবং এখানেই তাঁর

ক্রমপ্রসারমান অধিক্ষেত্রের সদর দপ্তর (Headquarters) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (এবিষয়ে পরে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে)। শাহজাহান-তনয় সুবাদার মুহম্মদ শাহসুজার যুগে ১৬৩৯ সালে ঢাকা থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আগের স্থান– রাজমহলে। কিন্তু দুই দশক পরে আওরঙ্গজেবের যুগে তাঁর নিযুক্ত বাংলার প্রথম সুবাদার মিরজুমলার সময়ে ১৬৬০ সালে এসে রাজমহলের পরিবর্তে দ্বিতীয়বারের ন্যায় ঢাকা হয়েছিল প্রাদেশিক বা সুবে বাংলার রাজধানী।

এর পর ১৭০৪ সালে (তখনও আওরঙ্গজেব জীবিত) কারতলব খান ওরফে নবাব মুর্শিদকুলি জাফর খান নাসিরি (সম্রাটের লিখিত ও প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে ততদিনে তিনি এঅঞ্চলের প্রায় একচ্ছত্র শাসক হয়ে উঠেছিলেন) তাঁর নিয়ন্ত্রিত 'দিওয়ানি' বা খালসা বিভাগ ও আনুষঙ্গিক দপ্তরাদি ঢাকা থেকে গঙ্গা তথা হুগলি নদীতীরবর্তী 'মকসুসাবাদে' (একে তিনি স্বীয় নামাঙ্কিত করেন 'মুর্শিদাবাদ' পদবাচ্যে) স্থানান্তরিত করলে এবং খোদ সুবাদার আজিম-উশ-শান বিহারের রাজধানী পাটনায় স্থায়ীভাবে বদলি হলে রাজধানী ঢাকার মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেকখানিই অবসিত হয়েছিল। এই মর্যাদা পরবর্তী প্রায় দু-শ' বছরের মধ্যে ঢাকা আর ফিরে পায়নি।

যাই হোক, উপরের আলোচনায় দুটো ব্যাপার তাৎপর্যের সঙ্গে লক্ষণীয়।

এক. আকবর> জাহাঙ্গির> শাহজাহান> আওরঙ্গজেব– পরপর এই চার জ্যেষ্ঠ মোগল সম্রাটের প্রায় দেড়শ' বছরের শাসনকালে সুবে বাংলার রাজধানী ঘন ঘন পরিবর্তিত (প্রত্যেকের সময়েই, কারও সময়ে একাধিকবারও) হলেও তা আবর্তিত হয়েছিল ৪টি স্থানকে কেন্দ্র করে, যথা– গৌড়, রাজমহল, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ।

দুই. এর মধ্যে প্রথম দুটো থেকে রাজধানী অন্যত্র স্থানান্তরের অন্যতম কারণ নদীখাত পরিবর্তনজনিত হলেও ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে তা সরিয়ে নেয়া হয়েছিল সম্পূর্ণত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণে বা আরও নিশ্চিত করে বললে, একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার ব্যক্তিগত খেয়ালে, দৃশ্যত তাঁর জীবনের তথা দৈহিক নিরাপত্তা বিধানের অজুহাতে।

বাংলার দিওয়ান (১৭০০-) কারতলব খান ওরফে মুর্শিদকুলি খান, তৎকালীন বাংলার সুবাদার ও সম্রাট-পৌত্র আজিম-উশ-শান নিযুক্ত গুপ্তঘাতকদের আক্রমণ (ঢাকার রাজপথে একবার তিনি অকস্মাৎ আক্রমণের শিকারও হন, তবে পূর্বেই তা আঁচ করতে পারায় বেঁচে যান) তথা ভবিষ্যতে সুবাদারের অনুরূপ যে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পেতে সম্রাটের অনুমোদনক্রমে দিওয়ানি দপ্তরাদি, অন্যকথায় প্রশাসনযন্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ (যা প্রায় অর্ধেকাংশ) ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে সরিয়ে নেন, এবং পরে তিনি খোদ সুবাদার হলে নিজামতও সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন।[১৬] অথচ এসময় মোগল বাংলার সমৃদ্ধ রাজধানী ঢাকার মূল শহরটি ঘেঁষে বহে চলা বুড়িগঙ্গা তখনও ছিল পরিপূর্ণ যৌবনা এক উদ্দামগতি স্রোতস্বিনী; এর নদীখাত পরিবর্তনের তো প্রশ্নই ওঠে না।

পরবর্তীকালে প্রথম ইংরেজ গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে স্থাপন করেছিলেন কলকাতায়, ১৭৭২-৭৩ সালে। তার আগে অবশ্য সাময়িককালের জন্য নবাব মির কাশিমের সময়ে (১৭৬১-৬৩) রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল 'মুঙ্গের'-এ।[১৭] প্রসঙ্গত রাজধানী হিসেবে কলকাতার মান-মর্যাদা অক্ষুণ্ন ছিল ১৯১২ সালপর্যন্ত। অতঃপর অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের একটি প্রদেশের তথা বাংলার রাজধানী ছিল প্রথমত কলকাতা এবং বাংলা বিভাজিত হলে এর একটি অংশের রাজধানী হয়েছিল ঢাকা (১৯০৫-১১)।

যাই হোক, এপর্যন্ত আলোচনায় ও'মালী-কথিত নয়টি এবং বর্ণিত অপরাপর রাজধানীগুলোর মধ্যে ঢাকা ও কলকাতার বিশেষত্ব এই যে, অন্যগুলোর (বিহার ও পাটনা-কে এখানে ধরা হচ্ছে না) একসময়কার আভিজাত্য, সমৃদ্ধি ও প্রসিদ্ধি মহাকালের বিবর্তনে হ্রাসপ্রাপ্ত বা একেবারে বিলুপ্ত হলেও সামগ্রিক বিবেচনায় ঢাকা ও কলকাতার ক্ষেত্রে তা মোটেও ঘটেনি। বরং এ দুটোর বিশ্বব্যাপী পরিচিতি, এখানকার ভূখণ্ডে বা ভৌগোলিক পরিসীমায় মানব-বসতির বিস্তার এবং সর্বোপরি ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন ক্রমাগত ঘটেছে, এবং ঘটেই চলেছে। আগেই বলেছি, প্রতিষ্ঠার পর থেকে একপর্যায়ে কলকাতা থেকে অবিভক্ত বাংলার (বিহার ও ওড়িশা[১৮]-সহ) তথা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ভারতবর্ষেরই আরেকটি অতিবিখ্যাত স্থান 'দিল্লি'-তে স্থানান্তরিত[১৯] (১৯১২) এবং তজ্জনিত দেশের রাজধানী-নগরী হিসেবে কলকাতার মর্যাদা ও আভিজাত্য স্থায়ীভাবে অবলুপ্ত বা তিরোহিত হলেও[২০] এবং দেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের গুরুত্ব হারালেও, ঢাকা সেই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রায় আগাগোড়াই প্রথমত প্রাদেশিক এবং পরবর্তীকালে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাজধানী থেকে গিয়েছে এবং আছে। এবং শেষোক্ত সুবাদে এর মর্যাদা, গুরুত্ব ও সমৃদ্ধি ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ফলত কলকাতাসহ এপর্যন্ত আলোচিত অন্য রাজধানীগুলোর সঙ্গে ঢাকার ঐতিহাসিক ললাটলিখনের এই বিশেষত্ব ও পার্থক্য মোটেও অস্বীকার করা যায় না।

এখানে ইংরেজযুগের প্রাথমিকপর্বে বিদেশি নবীন শাসকগোষ্ঠীর কর্তৃত্বে অনেকটা পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠতে থাকা উত্তর-মধ্য আঠারো শতকের বাংলার রাজধানী কলকাতা এবং মোগলযুগের সুবে বাংলার রাজধানী ঢাকার একটি তুলনামূলক পার্থক্য নির্দেশ করেছেন ব্রাডলী বার্ট তাঁর *Sylhet' Thackeray* শীর্ষকগ্রন্থে। এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হওয়ায় খানিকটা দীর্ঘ হলেও তাঁর ভাষ্য এখানে তুলে ধরা হলো: "No Eastern capital was more fortunate in its approach than Dacca, in the middle of the eighteenth century...Picturesque, however, as Dacca appeared from the river approach, a closer acquaintance with it revealed an even greater charm...To Calcutta which, Eastern as it was in many respects, owed its origin entirely

to the English Company, Dacca furnished a complete contrast...Founded by Englishmen and chosen as capital, Calcutta was as English as an Eastern city could well be. Dacca, in striking contrast, was as yet almost untouched by the West, an oriental city upon which the great Mogul Empire had indelibly set its impress. A city of mosques and palaces, of Durbar halls and mausoleums, of arched gateways and imposing landing ghats, of narrow winding streets, high walls and dim mysterious passages, there was nothing of the west in it save the little group of buildings that formed the English Factory."[২১]

যাই হোক, এবার আমাদের আলোচ্য ঢাকার ঐতিহাসিকতা প্রসঙ্গে দু-চার কথা বলা যাক।

ঢাকা: অতীতকাল

সুপ্রাচীনকালে বিশেষত বাংলার প্রাচীনযুগে ও মধ্যকালীন বাংলার ইতিহাসের আদিপর্বে 'ঢাকা'– তার স্বনামে তেমন পরিচিত বা খ্যাত স্থান ছিল না; কার্যত, "Very little is known of its early history."[২২] যদিও ঢাকারই অতিসন্নিকটবর্তী ভূভাগ 'সোনারগাঁও' বা সুবর্ণগ্রাম মধ্যযুগের প্রায় প্রথম থেকেই ছিল সুপরিচিত। অবশ্য ঢাকা প্রসিদ্ধ স্থান না হলেও এখানে প্রাচীনযুগেও মানব-বসতি ছিল। এপ্রসঙ্গে হাকীম হাবীবুর রহমানের বক্তব্য উদ্ধারযোগ্য। তিনি যথার্থই বলেছেন, ''ঢাকা হিন্দু শাসনামলেও জনবসতিপূর্ণ ছিল কিন্তু তৎকালীন ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। বাস্তব এই যে, বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের অনেক আগেই মুসলমানদের এখানে আগমন ঘটেছিল এবং তাঁদের নতুন বসতি গড়ে উঠেছিল।"[২৩]

স্বনামে প্রাক-মুসলিমযুগের 'ঢাকা'র প্রাচীনত্ব খুঁজতে গেলে ইতিহাসের বিভিন্ন অস্পষ্ট ও প্রশ্নবিদ্ধ সূত্র বা উৎস জোড়াতালি দিয়ে তা খাঁড়া করতে হয়। যেমন আহমদ হাসান দানী লিখেছেন: ''ঢাকার প্রাচীন নিদর্শন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় গুপ্ত যুগের স্বর্ণমুদ্রায় অঙ্কিত ছাপ থেকে–এ তথ্য সপ্তম শতাব্দীর প্রায় কাছাকাছি সময়ের। এধরনের মুদ্রা পাওয়া যায় স্থানীয় পিলখানার সামান্য পশ্চিমে 'নবাব রশিদ খান কা বাগিচা'য়,...। এসব মুদ্রা থেকে ঢাকা শহরের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ঢাকার ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। জে এফ ফ্লীট-এর সাথে একমত হয়ে স্টেপলটন বলেন যে, এলাহাবাদে সমুদ্র গুপ্তের (চতুর্থ শতাব্দী) শিলালিপিতে 'দেবকা' শব্দ দেখতে পাওয়া যায়; ওই সময় ঢাকার অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু ড. এন কে ভট্টশালী 'দেবকা' শব্দকে আসামের নাওগঙ্গ জেলার আধুনিক 'দাভোক' বা 'ডাভোক' বলে গণ্য করেন। শহরের উত্তর দিকে তেজগাঁও এলাকায় একটা পুরনো জলাশয়ে হরিশংকরার (*হরিশংকরের?*) একটা মূর্তি

(অর্ধেক হরি এবং অর্ধেক শংকরা [*শংকর?*]) পাওয়া যায়। 'প্রায় ত্রিশ ইঞ্চি উঁচু কালো ফ্লোরাইট পাথরে নির্মিত মূর্তিটি দেখতে খুবই সুন্দর, এটা সেন রাজত্বকালে (১১-১২ শতাব্দী) নির্মিত বলে মনে করা হয়। তেজগাঁও রেল স্টেশনের দু'ফার্লং উত্তরে রেললাইনের ওপর নির্মিত পাকা ওভার ব্রিজের কাছে ওই মূর্তিটা পাওয়া যায়।' খণ্ড খণ্ড এসব তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম-পূর্ব যুগেও এ এলাকায় ঢাকার অস্তিত্ব ছিল।"[২৪]

দানী-পরবর্তীকালে যাঁরাই ঢাকার প্রাচীনেতিহাস সম্পর্কে দু-চার ছত্র লিখেছেন বা লিখবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই ৭ম শতকের কথিত গুপ্তযুগীয় স্বর্ণমুদ্রা, ১১-১২শ শতকের হরিশঙ্করের মূর্তি এবং ঢাকার নামের সঙ্গে সাযুজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৪র্থ শতকের সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ শিলালিপিতে উৎকীর্ণ 'ডবাক' ('দেবকা') শব্দটির উল্লেখ বা অবতারণা করেছেন।[২৫] কিন্তু বলাবাহুল্য, এগুলোর প্রামাণিকতা যথেষ্ট প্রশ্নবিদ্ধ ও সংশয়পূর্ণ।

ঢাকার প্রাচীনত্বের প্রমাণ অবশ্য অন্য সূত্র থেকেও কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়। বহুভাষাবিদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর *'পূর্ব পাকিস্তানী বাংলার আদর্শ অভিধান'* (ভূমিকা) নামক প্রবন্ধে লিখেছেন, "কতিপয় প্রাকৃত বৈয়াকরণ ঢক্কী অপভ্রংশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। R. Pischel ঢক্কীকে পূর্ব বাংলার ঢক্ক নগর হইতে ব্যুৎপন্ন মনে করিয়াছেন। (Grammatik der Prakrit Sprachen, প্যারা)। ইহাতে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীন দেশী ভাষার নাম পাইতেছি ; কিন্তু কোনও স্থানে রাঢ়ী প্রাকৃতের বা রাঢ় অপভ্রংশের নাম আমরা পাই না। আধুনিক বাংলা নামও পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত প্রাচীন বঙ্গাল দেশের নাম হইতে ব্যুৎপন্ন। 'বঙ্গাল' শব্দটি রাজেন্দ্র চোলের একাদশ শতকের শিলালিপিতে ব্যবহৃত হইয়াছে।"[২৬]

এখন দেখা যাক রিচার্ড পিশেল (Richard Pischel)-এর গ্রন্থে কী পাই! সরাসরি জার্মান ভাষা থেকে সুভদ্র ঝা (Subhadra Jha) কর্তৃক অনূদিত তাঁর *A Grammar of the Prakrit Languages* শীর্ষকগ্রন্থে এসম্বন্ধে পাচ্ছি: "In Mrcchakatika p. 29-39, Mathura, the keeper of the house of gambling, and his fellow player speak the dialect, called Dhakki, named after Dhakka that is in Bangla Desh. Mk. fol. 81, Rv. in LASSEN, Inst. p. 5, and Prthvidhara on Mrcch. p. –V=p. 493, ed. GODABOLE, record Dhakki along with Sakari, Candali and Sabari among the dialects of Apabhramsa. Corresponding to its geographical situation it seems that Dhakki was a transition-dialect between Magadhi and Apabhramsa."[২৭]

এখানে উল্লিখিত 'মৃচ্ছকটিক' গ্রন্থটি একটি সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য, এর রচয়িতা শূদ্রক। কেউ কেউ এঁকে তখনকার একজন রাজা বলেছেন। যাই হোক, গ্রন্থটির রচনাকাল তথা শূদ্রকের সময় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতদ্বৈধতা বর্তমান। যেমন Albrecht Weber এটির রচনাকাল বলেছেন, খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতাব্দী[২৮]; অন্যদিকে A. L. Basham সম্পাদিত *A Cultural History of India* গ্রন্থে পাই খ্রিস্টীয় ৩য় শতক[২৯] এবং Arthur A. Macdonell-এর ধারণায় খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতক।[৩০] মোটামুটি হিসেবে ধরা যায়, 'মৃচ্ছকটিক' বা এর রচয়িতা শূদ্রকের কাল হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব ২য় থেকে খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতক– এর মধ্যে যে কোনো এক সময়।[৩১]

ফলত বর্ণিত 'ঢক্কী অপভ্রংশ'-এর বিষয়টি যদি নিশ্চিত ধরা হয়, তাহলে স্বনামে ঢাকা সেই প্রাচীনযুগ তথা খ্রিস্টাব্দের আগে বা পরের কাল থেকে অন্তত ভাষাবিজ্ঞ ও বৈয়াকরণগণের নিকট পরিচিত ছিল, তা অনস্বীকার্য। তারপরও বলতে হবে এসবই অস্পষ্ট সূত্র। বরং এখন পর্যন্ত যেটা সত্য তা হলো, ''প্রাক মোগল আমলের ঢাকার ইতিহাস আজো অন্ধকারাচ্ছন্ন রয়ে গেছে।"[৩২]

সুলতানি আমলের ঢাকার স্বনামে অস্তিত্বের কিছু প্রমাণ অবশ্য ইতোমধ্যে আবিস্কৃত হয়েছে। এব্যাপারে বলার আগে আবদুল করিম লিখিত এ-বক্তব্যটুকু প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "ঢাহাকা নামক একটি প্রাচীনতম স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় বীরভূম জেলায় আবিস্কৃত ১৪৬০ সালের সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবাক শাহের একখানি শিলালিপিতে। কিন্তু এ শিলালিপিতে বর্ণিত স্থান ও আধুনিক ঢাকা একই স্থান কিনা এ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। ঢাকা সম্পর্কিত পরবর্তী এবং সন্দেহাতীত সূত্র হচ্ছে আনুমানিক ১৫৫০ সালে অঙ্কিত জোয়াও ডি ব্যারোস-এর মানচিত্র।"[৩৩]

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলেই পাওয়া গিয়েছে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ-এর সময়ের (১৪৩৫-৫৯) মসজিদভিত্তিক দুটি প্রস্তরলিপি।[৩৪] এর একটি নারিন্দা এলাকায় অবস্থিত 'বিনত্ বিবির মসজিদের খোদাই পাথর' (১৪৫৭) এবং অন্যটি 'নসওয়াল্লাগলির মসজিদের খোদাই পাথর'।[৩৫]

যাই হোক, এবিষয়ে বিশদ না বলে শুধু এটুকু বলা যায়, বাংলার মধ্যযুগে বা সুলতানি আমলে ঢাকা স্বনামে শুধু পরিচিত-ই ছিল না, এখানে মুসলিম বসতির ব্যাপক বিস্তারও শুরু হয়েছিল। আর মোগলযুগে ঢাকা তো যথেষ্ট প্রসিদ্ধই ছিল, এর সবচেয়ে বড় ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ মোগল দরবারি ঐতিহাসিক ও আকবরের নবরত্নের অন্যতম আবুল ফজল আল্লামি-র *আইন-ই-আকবরি*-তে স্বনামে 'ঢাকা বাজু'[৩৬] নামের একটি মহাল বা পরগনা হিসেবে এর অন্তর্ভুক্তি, যার রাজস্ব আয় ছিল ১৯,০১,২০২ 'দাম' (মোগলযুগে প্রচলিত এক ধরনের তাম্র মুদ্রা)। স্মর্তব্য যে,

'সরকার-ই বাজুহা'য় মোট ৩২টি মহাল বা পরগনা ছিল, এর মধ্যে রাজস্ব আয়ের দিক দিয়ে ঢাকার উপরে ছিল মাত্র ৮টি, অবশিষ্ট ২৪টি ছিল ঢাকার নীচে। ফলে সহজেই ধারণা করা যায়, মোগল রাজস্ব-ব্যবস্থায় ও ব্যবস্থাপনায় ঢাকার ভালোই গুরুত্ব ছিল।

বস্তুত স্বনামে ঢাকার প্রামাণ্য প্রাচীনেতিহাস আজ পর্যন্ত অনুদ্ঘাটিত থাকলেও স্বনামে হোক কি অন্য নামে, ঢাকাসন্নিহিত অঞ্চল অতিপ্রাচীনকালেও যে একেবারে জনবসতিশূন্য, অখ্যাত স্থান ছিল না, তা আরেকভাবেও প্রমাণ করা যায়। যেমন সাম্প্রতিককালে নরসিংদী জেলার বেলাব থানা থেকে মাত্র ৫-মাইল দূরের গ্রাম উয়ারী-বটেশ্বরে মাটিখননের ফলে আবিস্কৃত বা প্রাপ্ত প্রত্ন-নিদর্শনাদির কথা যদি বিবেচনায় নেয়া হয়, তবে অতিঅবশ্যই স্বীকার করতে হবে, একদা বৃহত্তর ঢাকা জেলার অন্তর্গত এস্থানটি সুপ্রাচীনকাল (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দ) থেকেই ছিল বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কায়-কারবারের অন্যতম পীঠস্থান।[৩৭]

কাজেই উয়ারী-বটেশ্বরের এত কাছাকাছি, তাও চিরপ্রবাহমান গঙ্গার দূরগামী এক নিত্যচঞ্চলা স্রোতস্বতীর তীরবর্তী একটি ভূখণ্ড– 'ঢাকা', যার একটা বড় অংশের ভূমি সদ্যোত্থিত পললজাত নয়, বরং শক্ত ও বাসোপযোগী, সেই অঞ্চল সেযুগে একেবারে মানব-বসতবিহীন ছিল, এমন ভাবাটা যুক্তির নিরিখে অচল।

ফলে আজকের 'ঢাকা' বা 'ঢাকাশহর' বলতে যে-স্থানটি বোঝায় সেটি প্রাচীন ও মধ্য যুগের একটা উল্লেখযোগ্য সময়পরিসর অবধি অতিখ্যাত ভূখণ্ড না হলেও মধ্যযুগের অন্ত্য-মধ্যনাগাদ তা স্বনামেই ইতিহাসে স্থান ও ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সেটা মোগলযুগে আকবরের রাজত্বকালে না হলেও তৎপুত্র জাহাঙ্গিরের শাসনকালে রাজধানী হিসেবে এর অগ্রযাত্রা শুরুর পর থেকে অবশ্যই।

এপ্রসঙ্গে স্যার চার্লস ড'য়লী-র মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য। তিনি বলেন, ''সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলের ঢাকা নগরীর কোনো রাজনৈতিক কিংবা বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছিল বলে মনে হয় না। আকবরের প্রসিদ্ধ 'তুকসীম জুম্মা'-তেও এই নগরীর কোনো উল্লেখ দেখা যায় না। ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে আকবরের সেনাপতিবৃন্দ যখন বাংলা আক্রমণ ও অধিকার করেন তখন সোনারগাঁওই ছিল এই অঞ্চলের প্রধান বন্দরনগরী। পরে জাহাঙ্গীর তাঁর সুবে বাংলার গভর্ণরের বাসস্থান হিসাবে ঢাকাকে নির্বাচিত করেন। তখন থেকেই ঢাকার জাহাঙ্গীরনগর নামকরণ ও উন্নতির সু(সূ)ত্রপাত, আর সোনারগাঁও-এর বাণিজ্যসমৃদ্ধির অবনতি। কয়েক বছরের মধ্যেই জনসংখ্যা ও আয়তনে ঢাকার দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। ঢাকা পরিণত হয় বাংলার প্রধান শহরে।"[৩৮] তিনি আরও যোগ করেছেন, ''সমগ্র দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ঢাকার চেয়ে সুন্দর অবস্থান খুব কম শহরেরই আছে। একটি বড়ো নদীর তীরে এই শহর। নদীটি অভ্যন্তরীণ নৌপথসমূহের সঙ্গেও যুক্ত।"[৩৯]

ড'য়লীর এ-বক্তব্য আক্ষরিকার্থেই সত্য, যা আমাদের পরবর্তী আলোচনা থেকে প্রমাণিত হবে। তবে মনে রাখতে হবে, এব্যাপারে বিশদ আলোচনার জায়গা এটা নয়।

স্মর্তব্য যে, মোগল-নবাবি যুগের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'ঢাকা নিয়াবত' (Neabut of Dacca)-কে জেমস গ্রান্ট তাঁর সুবিপুল তথ্য-পরিসংখ্যানপূর্ণ অনন্যসাধারণগ্রন্থ *Historical and Comparative ANALYSIS of the FINANCES of BENGAL*-এ 'বৃহৎ বা মহা প্রদেশ' ('great province') রূপে আখ্যায়িত করেছেন; এটি ছিল, তাঁর ভাষায়– 'the former seat of Soubahdarry government, under the denomination of Jehangeernagur, and known on the khalsa records by the pergunnahty name of Jelah(l?) poor,..'[৪০]

ঢাকা: মোগলযুগ

বস্তুতপক্ষে মোগল সুবাদার বা নবাব-নাজিমদের মধ্যে কীর্তিধন্য কয়েক জনের সময়েই ঢাকার ছিল প্রকৃত ও সবচেয়ে রমরমার দিন। অবশ্য এর সূচনা হয়েছিল ঢাকা মোগলদের অন্যতম প্রদেশ বাংলামুলুক বা সুবে বাংলার রাজধানী হওয়ার পর থেকে। এপর্যায়ে আমরা ঢাকার প্রথম রাজধানী হওয়ার এবং সেই মর্যাদায় অভিষিক্ত থাকার উজ্জ্বল দিনগুলোর কথা কিছুটা বলব।

১৫৭৫-৬ সালে সেনাপতি মুনিম খান, খান-ই-খানানের সঙ্গে প্রথমে তুকারয় বা তুর্কা-কসবা বা মোগলমারির এবং পরে রাজমহলের যুদ্ধে বাংলার শেষ আফগান সুলতান দাউদ খান কররানির পরাজয় ও পতনের মধ্য দিয়ে এঅঞ্চলে মোগলাধিকারের গোড়াপত্তন। তবে বাংলায় মোগলশাসন পুরোপুরি জেঁকে বসতে আরও বেশ কিছু কাল লেগেছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার ঠিকই বলেছেন, ''১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দাউদ খানের পরাজয় ও নিধনের ফলে বাংলাদেশে মুঘল সম্রাটের অধিকার প্রবর্তিত হইল। কিন্তু প্রায় কুড়ি বৎসর পর্যন্ত মুঘলের রাজ্য-শাসন এদেশে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। (*এ সময়*) বাংলাদেশে একজন মুঘল সুবাদার ছিলেন এবং অল্প কয়েকটি স্থানে সেনানিবাস স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল রাজধানী ও এই সেনানিবাসগুলির নিকটবর্তী জনপদসমূহ মুঘল শাসন মানিয়া চলিত; অন্যত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা চরমে পৌছিয়াছিল। দলে দলে আফগান সৈন্য লুঠতরাজ করিয়া ফিরিত–মুঘল সৈন্যেরাও এইভাবে অর্থ উপার্জন করিত। বাংলার জমিদারগণ স্বাধীন হইয়া ''জোর যার মুল্লুক তার" এই নীতি অনুসরণপূর্বক পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করিতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন।"[৪১]

জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে[৪২] এঅঞ্চলে মোগলদের সর্বব্যাপী আধিপত্যবিস্তার সম্ভব হয়েছিল সতেরো শতকের গোড়ার দিকে বুড়িগঙ্গা নদীতীরের ঢাকায় সুবাদার ইসলাম

খান কর্তৃক রাজধানী প্রতিষ্ঠার বা স্থাপনের ফলে; ফলত খানের একক কীর্তি এক্ষেত্রে অবশ্যই স্মরণীয়। যদিও তাঁর আগে-পরে বেশ ক'জন প্রবল প্রতাপ মোগল সুবাদার বাংলায় সুবাদারি করেছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ দু-চারজনের মুখ্য কীর্তিসম্বন্ধে নীচে প্রাসঙ্গিক ধারণা দেওয়া হলো।

সুবাদার রাজা মানসিং

বাংলার সুবাদার হিসেবে নিযুক্তি লাভের পর আম্বরাধিপতি রাজা মানসিংহ ১৫৯৪ সালের মাঝামাঝি নাগাদ বাংলার তৎকালীন রাজধানী তান্ডায় এসে পৌঁছেছিলেন। এখানে এসেই তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল, পরাজিত ও পলাতক কিন্তু ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে লুকিয়ে থেকে চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে যাওয়া আফগান নেতাদের এবং বিদ্রোহী ও প্রায় স্বাধীন হয়ে ওঠা জমিদার-ভূস্বামী প্রভৃতির বিরুদ্ধে নানাদিকে সৈন্যপ্রেরণ বা অভিযান। আবুল ফজল-এর *আকবরনামার* ভাষ্য থেকে জানা যায়, "When Raja Man Singh came to Tanda, the capital of Bengal, he sent off troops in all directions."[৪৩]

নিযুক্তির মাত্র এক বছরের মধ্যে তিনি রাজধানী স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর পিছনে কয়েকটি কারণ ছিল। রাজনৈতিক কারণের মধ্যে ছিল পূর্ব- ও দক্ষিণ বাংলায় আফগান শক্তি ও অতর্কিত আক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়া, যা তান্ডা থেকে সামরিক কৌশলের দিক দিয়ে উপযুক্তভাবে মোকাবিলা করা অসুবিধাজনক ও ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণের মধ্যে ছিল, পূর্বে প্রাদুর্ভূত ভয়াবহ মহামারি, যা এসময় তান্ডাকে প্রায় জনশূন্য করে ফেলেছিল[৪৪] এবং সর্বোপরি তান্ডাসন্নিহিত নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে এর জলবায়ু ও সামগ্রিক পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর গণ্য হওয়ায় মানসিংহ ১৫৯৫ সালের নভেম্বর নাগাদ তান্ডা থেকে রাজধানী সরিয়ে এনে তান্ডা সরকারেরই একটি অন্যতম মহাল 'আক-মহাল' নামক স্থানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি নতুন রাজধানীর নাম দেন ক্ষমতাসীন সম্রাটের নামে 'আকবরনগর'। আবুল ফজল লিখেছেন: "On this day Akbarnagar was founded. When Raja Man Singh was in Bengal he considered about a seat of government which could to some extent be safe from an attack by boats. After much inquiry a place was found near Akmahal (Rajmahal). Apparently Sher K. had approved of it. The foundation was laid in a fortunate hour, and in a short time there was a choice city, to which the glorious name was given."[৪৫]

এ-রাজধানীটিও ছিল গঙ্গাতীরবর্তী এবং একদিকে উঁচু পাহাড়-টিলাবেষ্টিত।[৪৬]

ঢাকায় এসে রাজা মানসিংহ প্রথম যা করেন তা হলো, বিদ্রোহী হিন্দু জমিদার শ্রীপুরের কেদার রায়-কে 'সঠিক পথে আনতে' তথা সম্রাটের অনুগত করতে 'by

means of hopes and fears'-নীতি অনুসরণের মাধ্যমে তাকে আটক।[৪৭] তাঁর সময়ে ঢাকাসম্পর্কিত প্রধান ঘটনাটি হলো তৎপুত্র দুর্জন সিংহের নেতৃত্বে মোগল নৌবাহিনীর সঙ্গে 'কত্রাভু' বা 'কর্তাপুর' (ঢাকা) নামক স্থানে বিখ্যাত বারো-ভুঁইয়া নেতা ও সোনারগাঁও প্রভৃতি ভূভাগের অধিপতি ঈসা খাঁ[৪৮] ও তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী অমিততেজা মুসা খাঁর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ, যাতে সম্মুখ সমরে মোগলবাহিনী চরমভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়েছিল, এবং দুর্জন সিংহ-সহ কয়েকজন মোগল সেনাপতি ও প্রচুর সৈন্য নিহত এবং আফগানদের হাতে বন্দি হয়েছিল।[৪৯]

যাই হোক, এখানে আমাদের এত কথা বলার উদ্দেশ্য একটাই যে, রাজা মান সিংহের যুগে রাজধানী আকবরনগরে বা রাজমহলে প্রতিষ্ঠিত হলেও বিশাল সুবে বাংলার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর স্থান এবং 'ভাটি' (সিলেট প্রভৃতি অঞ্চল)-র বিদ্রোহ দমনের সর্বাপেক্ষা উপযোগী ও কার্যকর ঘাঁটি হিসেবে ঢাকা ছিল সুবাদারের তথা সরকারের অস্থায়ী সদর দপ্তর– 'the temporary headquarters of the Bengal governor'।[৫০] ঢাকাকে কেন্দ্র করেই বাংলামুলুকের বিভিন্ন প্রান্তে যেমন শ্রীপুর (কেদার রায়ের বিরুদ্ধে), যশোহর (রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে), ভাওয়াল (ওসমান খানের বিরুদ্ধে), শেরপুর বা বৃহত্তর ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে তিনি যুদ্ধপরিচালনা এবং কোথাও কোথাও নিজেও যুদ্ধযাত্রায় শরিক হয়েছিলেন। কৌশলগত কারণে এসময় তাঁকে ঢাকাতেই মূলত অবস্থান করতে হতো। আখেরে এর অনিবার্য ফল যা হয়েছিল, তা– "Thus, the commotion in Bengal was completely quelled and the Raja's mind was set at rest. He committed the outposts to the charge of able men and himself went to Dacca."[৫১] সুতরাং এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, রাজনৈতিক তথা প্রশাসনিক ও ভৌগোলিক কারণে ঢাকার গুরুত্ব মোগল শাসনের প্রায় প্রথম যুগ থেকেই ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ফলদায়ক।

প্রসঙ্গত রাজা মানসিংহের বাংলাত্যাগের সমসাময়িক তথা সতেরো শতকের একেবারে গোড়ার দিকের বাংলাসম্পর্কে *A Short History of Calcutta: Town and Suburbs* গ্রন্থের লেখক এ. কে. রায় লিখেছেন, "BEFORE Mansingh came to Bengal, it had been, in spite of Akbar's great name, a hot bed of intrigue and quarrel. When he was recalled in 1606 A.D. for service in the Deccan, he left Bengal in a state of complete tranquility. All the rebels had been defeated and their leaders killed, imprisoned, or pardoned; the revenues of the mahals had been fixed; the rank and status of the more important public servants, both Hindu and Muhammadan, had been definitely and authoritatively laid down."[৫২]

এই শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খুবই অল্পকালের জন্য। যদিও বড় ধরনের সম্মুখ যুদ্ধ করবার মতো শক্তি-সামর্থ্য তখন পলাতক আফগান নেতাদের বিশেষত হিন্দু-মুসলিম জমিদারদের আর অবশিষ্ট ছিল না, তা সত্ত্বেও মোগল সৈন্যদের ওপর চোরাগোপ্তা হামলা তারা অব্যাহত রেখেছিল। সেইসঙ্গে ছিল আরাকানি-মগ ও পোর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণ, লুঠতরাজ ও খুন-জখম। বস্তুত এরকম এক টালমাটাল পরিস্থিতিতেই মধ্যকালীন বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটেছিল সুবাদার ইসলাম খান চিশতির।

সুবাদার ইসলাম খান[৫৩]

আগেই জানিয়ে রাখি, সুবাদার ইসলাম খানও মূলত রাজনৈতিক কারণে রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। তবে এবারে নতুন সুবাদারের পক্ষে বিদ্রোহী ও পলাতক আফগান নেতাদের দমনের সমান্তরালে আরাকানি-মগ ও পোর্তুগিজ জলদস্যুদের নৃশংস আক্রমণ মোকাবিলার জন্যও রাজধানী স্থানান্তর জরুরি হয়ে পড়েছিল। এপ্রসঙ্গে *Journal of Royal Asiatic Society, Bengal, July, 1909*-এ উল্লেখ করা হয়েছে: "Islam Khan removed the capital from Rajmahal to Dacca in 1612. This was done in order to check and subdue the Afghan remnants under Usman as well as the Arakanese and Portuguese buccaneers."[৫৪]

এখানে সুবাদার ইসলাম খান চিশতির শাসনামলে প্রকৃতপক্ষে কবে বা কখন ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত বা স্থাপিত হয়েছিল, সেই অমীমাংসিত ঐতিহাসিক বিতর্কপ্রসঙ্গে দু-চার কথা বলা যেতে পারে। তার আগে বলা ভালো যে, একেবারে সন-তারিখ চর্চিত বা নিশ্চিত করে ঠিক কখন ঢাকা-কে রাজধানী করা হয়েছিল, সেসম্পর্কে সমসাময়িক দরবারি লেখক-ঐতিহাসিকদের রচনায়, সম্রাটদের কারো কারোর আত্মজীবনী বা অনুরূপ কোনো বিবরণীতে দৃষ্টিগোচর হয় না, অন্যকথায় এজাতীয় সুস্পষ্ট তথ্য কোনো সূত্রেই লভ্য নয়। অন্যদিকে মোগল আমির-ওমরাহদের কীর্তিকলাপসম্বলিত অনন্যসাধারণ যে-গ্রন্থটি রয়েছে, যেটির অভিধা *মাসির-উল-উমারা*, তাতে সুবাদার ইসলাম খানের নাতিদীর্ঘ ফিরিস্তি থাকলেও, তৎকর্তৃক রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের প্রসঙ্গটি অনুপস্থিত।

অবশ্য ইসলাম খান ঢাকা-কে কেন্দ্র করেই যে এ-অঞ্চলে আফগান ও অন্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, তা খোদ জাহাঙ্গিরের বিবরণী *ওয়াকিয়াত-ই-জাহাঙ্গিরি*তেই পাওয়া যায়। যেমন এতে রয়েছে: "Islam Khan took up his quarters at Dacca, to bring the *zamindars* of that vicinity to submission, and he formed the design of sending an

army against Usman and his country, to induce him to make profession of allegiance, or else to exterminate him and his turbulent followers."[৫৫]

বস্তুতপক্ষে ইসলাম খান কর্তৃক ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের কাল হিসেবে ৩টি সন বা বর্ষ পাওয়া যায়, যথা ১৬০৮, ১৬১০ ও ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ। এখন দেখা যাক, আধুনিক লেখক-ঐতিহাসিকদের মধ্যে এ নিয়ে কে, কী বলেছেন এবং এঁদের কার বক্তব্যটিকে সঠিক বা অন্তত সম্ভাব্য সত্যের কাছাকাছি বলে ধরে নেয়া চলে।

ইংরেজ লেখক-ঐতিহাসিক এবং আধুনিক ইতিহাসবিদদের একদল মনে করেন, সুবাদার ইসলাম খান বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় সরিয়ে এনেছিলেন ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে। এমতের প্রবক্তাদের অন্যতম স্যার উইলিয়াম উইলসন হান্টার।[৫৬] এ দলে আরও আছেন ওয়াল্টার হ্যামিলটন, আর্চিবল্ড কনস্টেবল, বি. সি. অ্যালেন[৫৭], এল. এস. এস. ও'মালী[৫৮], জে. জে. এ. ক্যামপস[৫৯], এবং আধুনিকদের মধ্যে এম. আই. বোরা[৬০], আহমদ হাসান দানী[৬১], যতীন্দ্রমোহন রায়[৬২] প্রমুখ। এঁদের প্রতিনিধিত্বশীল দু-একজনের মত উদ্ধার করা হলো।

ওয়াল্টার হ্যামিলটন লিখেছেন, "That Dacca is a city comparatively modern is proved by its not being mentioned by Abul Fazel, at least under that name, in the Ayeen Acberry. In A. D. 1608 the seat of government was removed from Rajmahal to this place by the then governor of Bengal, Islam Khan, and in compliment to the reigning emperor its name changed to Jehangire Nuggur."[৬৩]

আর্চিবল্ড কনস্টেবল বলেন, "Islam Khan, Shaikh, in 1608, had made Dacca the capital of the Province of Bengal. This city is on the Burhiganga River, formerly no doubt, as its name (*Old Ganges*) implies, the main stream of the Ganges. This river falls into the Meghna, a branch of the Brahmaputra,..."[৬৪]

রাজধানী হিসেবে ঢাকার প্রতিষ্ঠাবর্ষ ১৬১০ সাল বলে গণ্য করবার পক্ষপাতী আধুনিক ঐতিহাসিকদের অন্যতম আবদুল করিম। তাঁর ভাষায়, "Established as the capital of Bengal in 1610, Dacca continued to retain this status during the next one century."[৬৫]

এবিষয়ে আরও যেসব মত[৬৬] পাওয়া যায়, সেসম্পর্কে জনাব করিমের বক্তব্য উদ্ধার করা হলে অনেকখানি জানা যাবে বলে মনে করি। তাঁর ভাষায় (দীর্ঘ বক্তব্যের শুধু প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত):

"Modern scholars do not agree on the date and cause of the transfer of the Mughal capital of Bengal to Dacca...As for the date of the transfer, S. N. (*Sudhindra Nath*) Bhattacharya takes up the discussion of the date of Islam Khan's appointment as *subahdar* of Bengal and the transfer of the capital at a time..., he says that Islam Khan had been appointed *subahdar* about the beginning of the rains of (April-May) 1608 and that the *subahdar* reached Dacca about the middle of 1610...As for the status of Dacca as a capital town, the learned scholar suggests that soon after the entry of Islam Khan into Dacca, the place was formally named Jahangirnagar but after the defeat of Usman Khan it was formally acknowledged as the capital of the Bengal *Subah* in place of Rajmahal...N. K. Bhattasali and M. I. Borah next dwelt upon the subject...On the question of the date both Bhattasali and Borah hold an altogether different view...they state that Islam Khan was appointed *subahdar* of Bengal in 1607 and he reached Dacca in July 1608. Later writers generally accept this view."[৬৭]

ঢাকার রাজধানী হিসেবে যাত্রার প্রকৃত কালসম্পর্কিত এ-মতদ্বৈধতার আপাত নিষ্পত্তিমূলক ব্যাখ্যা ও আনুষঙ্গিক তথ্যপঞ্জি আবদুল করিম কর্তৃক দীর্ঘপরিসরে বিবৃত হয়েছে তাঁর বর্ণিত গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে।

এখানে যদুনাথ সরকারের *'বাঙ্গলার স্বাধীন জমিদারদের পতন'* শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে তাঁর গ্রন্থিত '৪। ইস্‌লাম খাঁর বঙ্গশাসন' অনু-শিরোনামভুক্ত সন-তারিখযুক্ত ফিরিস্তিটি যদি তুলে ধরা হয়, তা হলে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে, ইসলাম খান কর্তৃক ১৬১০ সালেই ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল বলে ধারণা হবে।

''২৬ এপ্রিল ১৬০৮ জাহাঙ্গীর ইস্‌লাম খাঁকে বিহার হইতে বাঙ্গলার সুবাদার পদে নিযুক্ত করিলেন।/ ৫ জুন, বঙ্গের নূতন দেওয়ান আবুল হসন্ আগ্রা হইতে রাজমহল পৌঁছিলেন। এখানে ইস্‌লাম খাঁ অগ্রেই আসিয়াছিলেন।/ ১৩ জুন, ইহতমাম খাঁ তোপ ও নওয়ারা লইয়া আগ্রা হইতে বঙ্গের দিকে রওনা হইলেন।/ ৭ ডিসেম্বর, ইস্‌লাম খাঁ সসৈন্যে নৌকাযোগে গঙ্গা বহিয়া রাজমহল হইতে নিম্নবঙ্গের দিকে রওনা হইলেন।/ ২ জানুয়ারী ১৬০৯, ইস্‌লাম খাঁ মুর্শীদাবাদের গোয়াশ্ পরগণার ধারে গঙ্গা পার হইলেন, এবং নৌরঙ্গাবাদ সরকারে আলাইপুর গ্রামে শিবির স্থাপন করিয়া প্রায় দুই মাস বাস করিলেন।/ ২ মার্চ্চ, ইস্‌লাম খাঁ আলাইপুর হইতে নাজিরপুরের দিকে (উত্তরে) কুচ আরম্ভ করিলেন।/ ৫ বা ৬ মার্চ্চ, ইস্‌লাম খাঁ ফতেপুরে থামিলেন।/ ৩০ মার্চ্চ, ইস্‌লাম খাঁ ফতেপুর হইতে কুচ করিয়া রাণা টাণ্ডাপুরে পৌঁছিলেন।/ ২৬

এপ্রিল, বজ্রপুরে প্রতাপাদিত্য ইস্‌লাম খাঁ(র) সহিত দেখা করিলেন।/ ৩০ এপ্রিল, ইস্‌লাম খাঁ আত্রেয়ী নদীর ধারে শাহপুরে পৌঁছিলেন, এবং এখানে শিবির রাখিয়া নাজিরপুরে নয় দিনের জন্য গিয়া খেদা করিয়া ৩২টি হাতী ধরিলেন।/ ২ জুন, ইস্‌লাম খাঁ শাহপুর হইতে নদীতে পুল বাঁধিয়া ঘোড়াঘাট পৌঁছিলেন।/ ১৫ অক্টোবর, ইস্‌লাম খাঁ ঘোড়াঘাট হইতে করতোয়া বহিয়া পূর্ব্ববঙ্গের দিকে রওনা হইলেন। জমিদারদের সঙ্গে যুদ্ধ।/ ১৮ ডিসেম্বর, ইস্‌লাম খাঁ পাবনা জেলার শাহজাদপুরে। পরে মুসাখাঁর সহিত যুদ্ধ।/ জুন ১৬১০, ইস্‌লাম খাঁ বারভুঁইয়াকে পরাজয় করিয়া ঢাকায় প্রবেশ করিলেন।/ মার্চ্চ ১৬১১, মুসাখাঁর সহিত দ্বিতীয়বার যুদ্ধ।/ নবেম্বর, উস্‌মান বোকাইনগর হইতে শ্রীহট্টে তাড়িত হইলেন।/ জানুয়ারী ১৬১২, প্রতাপাদিত্যের পতন।/ ২ মার্চ্চ ১৬১২, উস্‌মানের যুদ্ধে মৃত্যু।/ ১১ আগষ্ট ১৬১৩ ভাওয়ালের জঙ্গলে ইস্‌লাম খাঁর মৃত্যু।"[৬৮] বলাবাহুল্য এখানে বর্ণিত সন-তারিখ মেনে নিলে, ইসলাম খান কর্তৃক ঢাকায় রাজধানী স্থাপন ১৬১০ সালের আগে কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

এপর্যায়ে আমরা আবদুল করিম ও অন্যান্য লেখক-ঐতিহাসিকদের রচনায় এযাবৎ অনুল্লিখিত দুটো উৎস উদ্ধৃত করব। যেমন *মাসির-উল-উমারায়* এই মর্মে স্পষ্ট বলা হয়েছে দেখতে পাই: "In the 3rd year, he (*Islam Khan Chishti Faruqi*) was made, after the death of Jahangir Quli Khan Lala Beg, the governor of Bengal. As that country had from the time of Sher Shah been in the possession of Afghan officers, large armies were sent there in Akbar's time under the leadership of high officials, and for a long time there was much fighting, etc...When Islam Khan's turn came, he arranged an army under the leadership of Shaikh Kabir Suhjaat Khan—who was nearly related to him—and it set out along with auxiliary officers, from Akbarnagar (Rajmahal) against Uthman Khan and after achievements which put the masterpieces of Rustam and Isfandiyar into oblivion—Uthman Khan was sent to annihilation and his brother (Wali Khan) made his submission. As a reward for this good service, he, in the 7th year was promoted to the rank of 6,000. In the 8th year, 1022 A.H. (1613 A.D.) his life came to an end."[৬৯]

পরবর্তী আলোচনার স্বার্থে উদ্ধৃত অংশ থেকে কয়েকটি জরুরি তথ্য গ্রহণ করা যায়।

এক. ইসলাম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন জাহাঙ্গিরের সিংহাসনে আরোহণের তৃতীয়বর্ষে, খ্রিস্টাব্দের হিসেবে যা হয় ১৬০৮। এসময় তিনি বিহারের সুবাদার ছিলেন। মনে রাখতে হবে বিহার, মোগলদের অপরাপর সুবা বা প্রদেশের

তুলনায় বাংলামুলুক থেকে বেশী দূরে অবস্থিত নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলাম খান স্বয়ং দিল্লি-তে গিয়ে সম্রাটের কাছ থেকে সরাসরি নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করে বাংলাভিমুখে রওনা হয়েছিলেন, নাকি বিহারে থাকাবস্থায় সেটি হস্তগত করে বাংলার দিকে যাত্রা করেছিলেন? (এর আগে অবশ্য তিনি আগ্রায় ছিলেন বা গিয়েছিলেন), সেসম্বন্ধে *বাহারীস্তান-ই-গায়বী* থেকে স্পষ্ট জানা যায়, তিনি দিল্লির দরবারে উপস্থিত হয়েই সম্রাট জাহাঙ্গিরের কাছ থেকে নিযুক্তিসংক্রান্ত শাহি ফরমান হস্তগত করেছিলেন। অতঃপর তিনি যেটাই করে থাকুন না কেন, বাংলায় সেসময় যেহেতু বিদ্রোহী আফগানদের পাশাপাশি আরাকানি মগ ও পোর্তুগিজ জলদস্যুদের ভয়ঙ্কর আক্রমণ-নিপীড়ন চলছিল, এবং এখানে কর্মরত সুবাদার মৃত্যুবরণ করবার ফলেই যেহেতু একজন অপেক্ষাকৃত যোগ্য ও সম্রাটের বিপুল আস্থাভাজন তরুণ তুর্কি[৭০] হিসেবে তাঁকে বাংলায় সুবাদার নিযুক্ত করা হয়েছিল, সেহেতু ধরে নেয়া সঙ্গত যে, তিনি নতুন দায়িত্বভার পাওয়ার একেবারে অব্যবহিত পরেপরে না হলেও অনতিবিলম্বেই বাংলার তথা তখনকার রাজধানী রাজমহলের দিকে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশে সদল-বলে রওনা হয়েছিলেন।

এপ্রসঙ্গে ইংরেজ প্রশাসক-লেখক ব্রাডলী-বার্ট-এর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি যথার্থই বলেছেন, 'Such was the position of affairs confronted Islam Khan on his appointment as Viceroy in 1608. In order to cope with the danger that beset Eastern Bengal, he at once resolved to take up his headquarters there, at the very centre of the scene of disturbance. Quitting his capital of Rajmahal, with all his court, he set sail for the eastern province.[৭১]

হান্টার এটা আরও স্পষ্ট করেছেন এভাবে: "The Muhammadan capital of Eastern Bengal was originally at SONARGAON ; but about 1608 the governor, Islam Khan, transferred the capital of the whole province from Rajmahal to Dacca, which was a convenient base for his operations against the Ahoms of Assam, and also against the Portuguese pirates who, in alliance with the Maghs or Arakanese, were then ravaging the waterways of the delta.[৭২]

দুই. একক সুবা হিসেবে বিহারের চেয়ে বাংলা ছিল আয়তনে অনেক বড় ও সম্পদশালী[৭৩], ফলে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সুবায় নিযুক্তি পেয়ে ইসলাম খান চিরাচরিত সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় দ্রুত সেটির মুখ্য নির্বাহীর দায়িত্বভার গ্রহণে অভিলষিত থাকবেন, সেটাই স্বাভাবিক। সুতরাং যারা বলেন, ইসলাম খান ১৬০৭ সালে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন; তাঁদের বক্তব্য অন্তত *মাসির-উল-উমারার* উদ্ধৃত তথ্য

থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় না। অন্যদিকে এটা *বাহারীস্তান-ই-গায়বী* দ্বারাও সমর্থিত হয়। এতে পাচ্ছি: ''জাহাঙ্গীর কুলি খাঁর মৃত্যু পর ইসলাম খাঁকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। শাহী ফরমান পেয়েই তিনি জানতে পারেন যে তাঁকে বাংলার সুবাদারের পদমর্যাদা দান করা হবে। তাই তা গ্রহণের জন্য তিনি সসম্ভ্রমে এগিয়ে যান। এই মহা অনুগ্রহের জন্য সম্রাটের কাছে আনুগত্য জানিয়ে তিনি তাঁর নিজ গৃহে ফিরে আসেন। সেখান থেকে তিনি এক বিরাট সৈন্যবাহিনী, একটি হস্তী বাহিনী এবং নৌবহর নিয়ে বাংলার উদ্দেশে যাত্রা করেন।/ কয়েকদিন চলার পর তিনি এক শুভ মুহূর্তে আকবর নগর পৌঁছেন।''[৭৪]

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা চলে, ইসলাম খান ১৬০৮ সালের যে কোনো এক সময়ে বাংলায় এসে পৌঁছেছিলেন।

তিন. *মাসির-উল-উমারা* থেকে জানা গেল, ইসলাম খান কর্তৃক ওসমান খান ও তদীয় ভ্রাতা ওয়ালি খানকে সমূলে উৎখাত ও আত্মসমর্পণে বাধ্য করবার পরেই সম্রাটের (জাহাঙ্গির) সিংহাসনে আরোহণের সপ্তমবর্ষে তাঁকে ৬,০০০ মনসবে উন্নীত করা হয়েছিল।[৭৫] এই সপ্তমবর্ষ খ্রিস্টীয় হিসেবে দাঁড়ায় ১৬১২ অব্দ।

চার. ওসমান প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন লড়াই অবশ্যই প্রথানুযায়ী শুরু হয়েছিল তখনকার বাংলার রাজধানী আকবরনগর (রাজমহল) থেকে। তবে নানা কারণে রাজমহল থেকে এসব যুদ্ধাভিযান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ইসলাম খানের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। কারণগুলোর মধ্যে মুখ্য, বাংলার আয়তন ও ভৌগোলিক অবস্থা বিবেচনায় রাজমহল বাংলা সুবার অপেক্ষাকৃত কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল না, যেটা ছিল ঢাকা। রাজমহলের সন্নিকটে গঙ্গানদীতে চড়া পড়ায় এর প্রবাহ নৌ-চলাচলের বিশেষত মোগল নৌয়ারার যূথবদ্ধ অবস্থান ও সেখান থেকে ত্বরিৎ বা ঝটিকা অভিযানে বের হওয়ার পক্ষে উপযোগী ছিল না। বিপরীতে ঢাকাসন্নিহিত বুড়িগঙ্গা নদী ছিল এজাতীয় অভিযানের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল। পূর্ববঙ্গের ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলবায়ু যেহেতু আফগানদের কাছে আগে থেকেই পরিচিত ও সুসহনীয় ছিল এবং তাদের বিপুল ও শক্তিশালী অংশেরই অবস্থিতি ও বিচরণক্ষেত্র ছিল এদিকেই, সেহেতু ইসলাম খান ভালো করেই জানতেন, এদেরকে এবং মগ-পোর্তুগিজ জলদস্যুদের পরাস্ত ও সমূলে উৎখাত করতে হলে বাংলার পূর্বাংশেরই কোথাও তাঁকে রাজধানীর সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর এজন্য সমকালে রাজমহল, তান্ডা, গৌড় প্রভৃতির বিকল্প তখন একমাত্র ঢাকাই ছিল।

এখন দেখা যাক, আকবরনগর বা রাজমহল থেকে কত দ্রুত সুবাদার ও তাঁর সৈন্যবাহিনী ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। তবে সে-স্থানান্তর একবারে হোক, কি কয়েকবারে (যেটা সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন)– সেটা এখানে বিবেচ্য নয়।

এব্যাপারে শুরুতেই দেখব নিয়োগকর্তা স্বয়ং সম্রাট জাহাঙ্গির কী বলেছেন! *ওয়াকিয়াত-ই-জাহাঙ্গিরি*-তে এসম্পর্কে পাই[৭৬]: "When I ascended the throne[৭৭], in the first year of my reign, I recalled Man Singh, who had long been governor of the country (*Bengal*), and appointed my *hokaltash* Kutub-ddin to succeed him. Soon after his arrival, he was assassinated by one of the turbulent characters of the country, who met with his reward and was killed. Jahangir Kuli Khan, whom I had made a commander of 5,000, was governor of the province of Bihar, and was near to Bengal, so I ordered him to proceed thither and take possession of the country. Islam Khan was then at Agra, and I sent a *farman* to him, granting him the province of Bihar in *jagir*, and directing him to proceed there. Jahangir Kuli Khan had not been long there when he fell ill, and died from the effects of the climate. On receiving intelligence of his death, I appointed Islam Khan to succeed him, and sent directions for him to proceed thither with all speed, leaving Bihar in charge of Afzal Khan."

পরবর্তী আলোচনার স্বার্থে, উদ্ধৃত অংশ থেকে শুধু এটুকু নিলেই চলে যে, সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার পরে ইসলাম খান-কে অবিলম্বেই বাংলাভিমুখে ছুটতে হয়েছিল, কেননা সম্রাটের লিখিত নির্দেশ ছিল সেটাই– 'to proceed thither with all speed, leaving Bihar in charge of Afzal Khan.' কাজেই সম্রাটের লিখিত আদেশ পেয়ে তিনি আর বিন্দুমাত্র দেরি করেননি। বরং নতুন গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন অচিরেই।

এর ফল কী হয়েছিল, তাও সম্রাটের ভাষ্য থেকে শোনা যাক: "The result has been, that he has brought the country into a state of order, such as no one or his predecessors in the office had ever been able to accomplish. One of his most signal services has been the suppression of Usman the Afghan. During the reign of my father, the royal forces had continual encounters with this man, but were unable to subdue him."[৭৮]

বস্তুত দুর্ধর্ষ আফগান নেতা ওসমান প্রমুখকে ইসলাম খান পরাস্ত ও বিতাড়িত করে বাংলামুলুকে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে ঢাকাকে কেন্দ্রস্থল করেই, সেটিও সম্রাটের ভাষ্য থেকে উদ্ধারযোগ্য: "Islam Khan took up his quarters at Dacca, to bring the *zamindars* of that vicinity to submission, and

he formed the design of sending an army against Usman and his country, to induce him to make profession of allegiance, or else to exterminate him and his turbulent followers."[৭৯]

তুযুক-ই-জাহাঙ্গিরি থেকেও স্পষ্ট জানা যায়, এঅঞ্চলের অধিকাংশ বিদ্রোহী জমিদারদের দিল্লির বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করবার পরই ওসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনার কাজটা ঢাকায় স্থায়ীভাবে আস্তানা বা নিবাস গেঁড়ে তথা রাজধানী স্থাপনের পরই ইসলাম খান শুরু করেছিলেন।

তুযুক-ই-জাহাঙ্গিরির ভাষায়, "When Islam Khan made Dhaka (Dacca) his place of abode and made the subjection of the Zamindars of that neighbourhood his chief object, it occurred to him that he should send an army against the rebel Usman and his province."[৮০]

সুবাদার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তির প্রায় প্রথমকাল থেকেই অর্থাৎ ১৬০৮ সালেই ঢাকায় এসে, ইসলাম খান-কে বুড়িগঙ্গার নদীর তীরে কৌশলগতভাবে সুরক্ষিত ও মজবুত ঘাঁটি তৈরি করে[৮১] বিভিন্ন যুদ্ধ-পরিকল্পনা ও নানামুখী অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছিল। কাজেই বলা চলে, ইসলাম খান কর্তৃক রাজমহল থেকে বাংলার তখনকার রাজধানী আনুষ্ঠানিকভাবে সরিয়ে এনে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ১৬০৮ সালেরই কোনো এক শুভক্ষণে। স্বভাবত প্রচল নিয়মে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন সম্রাটের নামে তিনি এটির নাম দিয়েছিলেন 'জাহাঙ্গিরনগর' বা 'জাহাঙ্গিরাবাদ'।[৮২] এখান থেকে পরিচালিত যুদ্ধাভিযান, তা যত ছোট বা বড়ই হোক না কেন, যেহেতু তা ব্যয়বহুল, শ্রমসাধ্য ও রক্তক্ষয়ী হতো, সঙ্গত কারণেই ধরে নেয়া চলে, ওসমান প্রমুখের পরাজয় একদিনে বা এক বছরে হয়নি, সেজন্য দীর্ঘ সময় বা কয়েক বছর লেগেছিল। আর এ-কালপরিসরে যুদ্ধ ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি নতুন রাজধানীটিকে প্রয়োজন ও সাধ্য মতো সাজিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন।

যাই হোক, এবারে বক্তব্য সংক্ষেপ করে বলতে পারি যে, *মাসির-উল-উমারা* মতে যেহেতু জাহাঙ্গিরের রাজত্বের তৃতীয়বর্ষে অর্থাৎ ১৬০৮ সালে ইসলাম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন, এবং *ওয়াকিয়াত-ই-জাহাঙ্গিরি* মতে নিযুক্তির অচিরকাল মধ্যে তাঁকে নতুন সুবায় যোগদান এবং কঠোর হস্তে বিদ্রোহী আফগান ও মগ-পোর্তুগিজ জলদস্যুদের দমনে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল, সেহেতু এই দুরূহ কাজ তিনি সম্পন্ন করেছিলেন সুবে বাংলার তুলনামূলকভাবে মধ্যবর্তী স্থল বা ঢাকায় ('ঢাকা বাজু'-তে) রাজধানী স্থাপন করে। এজন্য নদী হিশেবে বুড়িগঙ্গার যে-বিশেষ অবদান বা ভূমিকা ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। কেননা আমরা আগেই দেখিয়েছি, নদীখাত পরিবর্তন এঅঞ্চলের বহু প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ রাজধানী পরিত্যক্ত হওয়ার পিছনে প্রবল ক্রীড়নকের কাজ করেছে। স্মর্তব্য, এসময় ঢাকাসংলগ্ন

বুড়িগঙ্গানদীকেন্দ্রিক নৌপথে বাংলার বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ সহজ ও সুবিধাজনক ছিল। আবদুল করিমের ভাষায়, 'As this (*Dhaka*) place, was connected with all parts of Bengal through a network of rivers, it proved to be an ideal capital. The potentiality of Dhaka as a capital city has been tested from time to time,..'[৮৩]

এসত্ত্বেও যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিই যে, আকবরনগরে বা রাজমহলে তিনি কিছুকাল বা বছরখানেক অবস্থান করবার পরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন ঢাকায়, এবং সেটা একবারে বা পর্যায়ক্রমে, তবু সেক্ষেত্রেও সেসময়টা তাঁর নতুন দায়িত্ব লাভের পরে এক বছরের বেশী বর্ধিত করা সঙ্গত মনে হয় না, অর্থাৎ বড় জোর ১৬০৯ সালে। ফলত রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের ঘটনাটি বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে স্পষ্টত উল্লেখ করা হলেও, যেহেতু তার কোনো সুনির্দিষ্ট সময় বা বছর এখনপর্যন্ত প্রাপ্ত বা লভ্য কোনো সূত্রেই বর্ণিত হয়নি, এবং যদি ধরেও নেয়া হয় যে, *তুযুক-ই-জাহাঙ্গিরি*-তে সম্রাট স্বীয় রাজ্যবর্ষের যে-ক্রমে ('The Seventh New Year's Festival after the Auspicious Accession') এ-ঘটনাটিকে বর্ণনা করেছেন, সেটিকেই রাজধানী স্থানান্তরের বছর বিবেচনা করা উচিত, তা হলে খ্রিস্টাব্দের হিসেবে সেটি দাঁড়াবে (১৬০৫+৭) = ১৬১২। *Memoirs of Gaur and Pandua*-র লেখক এম. আবিদ আলি খান এই সন-টিই স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। তাঁর ভাষায়, "When Islam Khan was the Subadar of Bengal the seat of Government was transferred to Dacca about 1612. The main reasons for this removal was (*were*) to deal with a fresh Afghan rebellion under Usman, as well as to check incursions by the Arakanese."[৮৪]

The History of Bengal (Vol. II)-এ শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভাষায়, "The establishment of the capital at Dacca by Islam Khan early in April, 1612, was an event of great importance in the history of Mughal rule in Bengal."[৮৫]

জেমস টেইলর, গ্লাডউইন-সূত্রে বলেন, ১৬১২ সালে ইসলাম খানের প্রেরিত দুর্ধর্ষ মোগল সেনাপতি সুজায়েত খান ও ইতিমাম খানের নেতৃত্বে পরিচালিত এবং ওড়িশার সুবর্ণরেখা নদীতীরবর্তী স্থানে ওসমান খানের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে বিজয়ের পরই রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করা হয়েছিল।

তাঁর ভাষায়, '...until 1612, when after a long contested battle on the banks of the Subanreeka in Orissa, he (*Osman Khan*) was slain, and his army defeated by Shujaet Khan and Ethamam Khan, two

Mogul Officers, who had been sent by Islam Khan, the Governor of the Province. Gladwin states, that it was after this victory, that Islam Khan removed the seat of Government, from Rajmahal to Dacca. This is about four years later than the date assigned by Stewart,..'[৮৬]

এ. এল. ক্লে-র বক্তব্যও তাই। তাঁর মতে, "On the Emperor Akbar's death in 1605, Asman Khan, one of their (*Afghans'*) Chiefs, collected an army of 20,000 men and was proclaimed King. He overran the lower part of Bengal, and maintained his position till 1612, when he was defeated and slain in a decisive engagement in Orissa with the Mogul forces. At this time Islam Khan was Governor of the Province; and after this victory he is said to have removed the seat of Government from Rajmahal to Dacca. Stewart, in his History of Bengal, says that this event took place four years earlier, and mentions a descent by the Mughs upon the coast as the probable cause of the transfer."[৮৭]

আধুনিককালের খ্যাতিমান ইতিহাসবিদদের মধ্যে রিচার্ড এম. ইটন[৮৮], তপন রায়চৌধুরী[৮৯] প্রমুখ মনে করেন, ইসলাম খান কর্তৃক ১৬১২ সালে ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল। এখানে স্মর্তব্য, সাবেক পূর্বপাকিস্তান এবং স্বাধীনতা-উত্তরপর্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রযত্নে প্রকাশিত যথাক্রমে *East Pakistan District Gazetteers: Dacca*[৯০] এবং *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার: বৃহত্তর ঢাকা জেলা*[৯১]-এ এপর্বের ঢাকার রাজধানী হওয়ার সময় ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল বলে বর্ণিত হয়েছে।

যাই হোক, সার্বিক বিবেচনায় সুবাদার ইসলাম খান চিশতি ফারুকি কর্তৃক মধ্যকালীন তথা মোগল বাংলার রাজধানী হিসেবে ঢাকার প্রতিষ্ঠাকাল ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দ বলেই আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় এবং এবিষয়ে হান্টার, অ্যালেন, দানী প্রমুখের মতটিকেই আমরা গ্রহণ করবার পক্ষপাতী।

সুবাদার মিরজুমলা

শাহজাহানের সিংহাসনলোভী বিবদমান পুত্রগণের পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত নানা ঐতিহাসিক ঘটনাবলির একটি উত্তরাধিকারিত্বের দ্বন্দ্ব। ভাইদের মধ্যেকার এই লড়াইয়ে অবতীর্ণ অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী মুহম্মদ শাহসুজাকে শেষপর্যন্ত আরাকানে সপরিবারে পালাতে বাধ্য করবার মধ্য দিয়ে বীর সেনাপতি মিরজুমলা, বিজয়ী আওরঙ্গজেবের প্রতি যে-অপরিসীম প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন এবং স্বীয় অধীনে

থাকা সৈন্যবাহিনীর পরিচালনায় যে সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দেন, তাতেই মন জিতে নেন তিনি নতুন সম্রাটের অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের। স্বভাবত যারপরনাই প্রীত সম্রাট তাঁকে 'খান-ই খানান' ও 'সিপাহ্‌সালার' খেতাব, বিশেষ 'খেলাত', স্বর্ণখচিত তরবারি এবং তাঁর 'মনসব' ৭,০০০-এ বাড়িয়ে সম্মানিত এবং সেইসঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের ধনৈশ্বর্যপূর্ণ প্রদেশগুলোর অন্যতম সুবে বাংলা শাসনের ভার অর্পণ করেছিলেন। মিরজুমলা ১৬৬০ সালের ৯ই মে জাহাঙ্গিরনগরে তথা ঢাকায় পদার্পণ করেন। ফলত এভাবেই শুরু হয়েছিল বাংলায় নিযুক্ত মোগল সুবাদারদের মধ্যে সবচেয়ে কীর্তিমান, শক্তিমান ও প্রভাবশালী দুই শাসনকর্তার একজনের কার্যকাল। প্রসঙ্গত অন্যজন নবাব শায়েস্তা খান।

মিরজুমলার যুগেই দ্বিতীয়বারের মতো ঢাকা পায় ইতিহাসে তার সবচেয়ে কীর্তিময় স্থানটি অর্থাৎ রাজধানী হওয়ার পুনঃ মর্যাদা। এ. এল, ক্লে চমৎকার বলেছেন, "We now come to the Viceroyalty of Meer Jumla, who, at his accession in 1660, once more made Dacca the seat of Government. This was perhaps the most flourishing era in the history of Dacca."[৯২] লক্ষণীয় যে, মুনিম খান থেকে শুরু করে মিরজুমলা পর্যন্ত বেশ কয়েক জন খ্যাত-নিমখ্যাত মোগল সুবাদার তান্ডা, রাজমহল ও ঢাকা– এ তিনটিকে রাজধানী করে বাংলামুলুক শাসন করেছিলেন; তবে এঁদের মধ্যে আওরঙ্গজেবের জীবৎকাল পর্যন্ত ইতিহাসে স্থায়ী আসন তৈরি করে নিতে পেরেছেন মূলত মিরজুমলাই, এবং তাঁর পরে শায়েস্তা খান, এবং অংশত মুর্শিদকুলি জাফর খান নাসিরি।

প্রকৃতপ্রস্তাবে মুর্শিদকুলি খানের উত্থান আওরঙ্গজেবের মৃত্যু (১৭০৭) পরবর্তী কালে, সেজন্য তিনি নিজ সুবাদারি-ক্ষমতা প্রয়োগও করতে পেরেছিলেন অনেকটা স্বাধীনভাবে ও স্বৈরতান্ত্রিক একনায়কের ন্যায়। আর এজন্যই তাঁকে বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব বলে অনেকে আখ্যায়িত করেন।[৯৩] তাঁর পূর্ববর্তী সুবাদার-নবাবগণ এই প্রায় নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা কখনই ভোগ করতে পারেননি, তা বলাইবাহুল্য। ফলে তাঁদের কঠোরভাবে কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা প্রয়োগাধিকারের মধ্যে যেসব ভালো ও জনকল্যাণধর্মী কর্মকাণ্ড তাঁরা সম্পন্ন করেছিলেন, সেজন্যই তাঁদের অনেকের নাম-কীর্তি আজও স্মরণীয়। কাজেই আমাদের আলোচ্য ঢাকার অনুরূপ প্রসঙ্গ যেখানে জড়িত, সেখানে মিরজুমলা নিঃসন্দেহে অতুলনীয়।

বাংলায় তাঁর সুবাদারিকাল মোটামুটি ৩-বছরের মতো, সুনির্দিষ্ট করে বললে ৯ই মে ১৬৬০ থেকে ৩১শে মার্চ ১৬৬৩ পর্যন্ত। এই মেয়াদের প্রায় শুরুতেই তিনি বাংলার তখনকার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় সরিয়ে এনেছিলেন। স্মর্তব্য যে, ইতোমধ্যে এটি শাহজাদা মুহম্মদ সুজা তাঁর সুবাদারিকালে ঢাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন (১৬৩৯)। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, এবারও মিরজুমলা কর্তৃক

রাজধানী স্থানান্তরের পশ্চাতে ছিল সেই চিরাচরিত ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক কারণ–দৃশ্যত রাজমহলের কাছে গঙ্গার খাত বা প্রবাহ পরিবর্তন; এছাড়াও ছিল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত জগদ্বিখ্যাত ফরাসি পরিব্রাজক জাঁ ব্যাপ্তিস্তে টাভার্নিয়ের এব্যাপারে যা বলেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ভাষায়: "Rajmahal is a town on the right bank of the Ganges, and when you approach it by land you find that for one or two coss the roads are paved with brick up to the town. It was formerly the residence of the Governors of Bengal, because it is a splendid hunting country, and, moreover, the trade there was considerable. But the river having taken another course, and passing only at a distance of a full half league from the town, as much for this reason as for the purpose of restraining the King of Arakan, and many Portuguese bandits who have settled at the mouths of the Ganges, and by whom the inhabitants of Dacca, up to which they made incursions, were molested—the Governor and the merchants who dwelt at Rajmahal removed to Dacca, which is to-day a place of considerable trade."[৯৪]

রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কারণে মিরজুমলার রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী সরিয়ে আনবার বিষয়টি আধুনিক ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করেছেন। যেমন তাঁর আধুনিক জীবনীকার জগদীশ নারায়ণ সরকার লিখেছেন, "Mir Jumla transferred the capital of Bengal from Rajmahal to Dacca out of several considerations, foremost among which was the need of keeping the Arakanese and the Portuguese pirates in check."[৯৫]

বস্তুতপক্ষে রাজধানী স্থানান্তরের এ-কাজটি যে তিনি ঠিকই করেছিলেন এবং এতে তাঁর সুতীক্ষ্ণ দূরদর্শিতার পরিচয় ফুটে উঠেছিল, বিশেষত তখনকার ঢাকা যে রাজমহলের তুলনায় সবদিক থেকেই ছিল রাজধানী হওয়ার মতো উপযুক্ত, সেসম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী পাওয়া যায় এপর্বে বাংলায় আগত ইউরোপীয় নাবিক ক্যাপ্টেন টমাস বাউরে (Thomas Bowrey)-র ভ্রমণলিপিতে। স্বীয় *A Geographical Account of Countries Round the Bay of Bengal, 1669 to 1679*-তে তিনি লিখেছেন (তাঁর প্রাচীন বানান অপরিবর্তিত): "Emir Jemla hath now the Government of Bengala, Orixa, and Pattana, firmly by Phyrmand Setled Upon him with an absolute Power and title of Nabob. Hee makes Dacca the Metropolitan, beinge a fairer and Stronger Citty

then Radja Mehal, the antient Metropolis, the Kingdoms wholy Submittinge to him,..."[৯৬]

বাউরে ঢাকা নগরীর বিশালত্ব, এর অনিন্দ্যসুন্দর হর্ম্যরাজি ও জনসংখ্যা সম্বন্ধেও তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

"The Citty Dacca is a Very large spacious one, but standeth Upon low marshy Swampy ground, and the water thereof Very brackish, which is the onely inconvenience it hath, but it hath some very fine conveniencies that maketh amends, haveinge a fine and large River that runneth close by the walls thereof,...this Citty, for it is not lesse in Circuit then 40 English miles./ An admirable Citty for it's greatnesse, for it's magnificent buildings, and multitude of Inhabitants. A very great and Potent army is here in constant Sallary and readinesse, as alsoe many large, Stronge, and Stately Elephants, trained Up for a Warlike Service, which are kept continually neare to the Pallace."[৯৭]

তাঁর বিবেচনায়, তখন সমগ্র বাংলায় ঢাকার পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী ('The Second best Citty') ছিল 'কটক'।[৯৮]

টাভার্নিয়েরও ঢাকানগরী সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য চাক্ষুষ বর্ণনা রেখে গেছেন। তাঁর সুদীর্ঘ যাত্রাপথে রাজমহল থেকে রওনা হয়ে তিনি দৌল(ত)দিয়া, কাজিহাটা, লক্ষ্যা, পাগলা, কদমতলি হয়ে সঙ্গিগণসহ যখন ঢাকায় পৌঁছেছিলেন, তখন ছিল প্রদোষকাল, আর তিনি যা নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন[৯৯]:

"We arrived at Dacca, towards evening, and accomplished this day 9 coss. Dacca is a large town, which is only of extent as regards length, each person being anxious to have his house close to the Ganges. Its length exceeds 2 coss ; and from the last brick bridge, which I have mentioned above, up to Dacca, there is a succession of houses, separated one from the other, and inhabited for the most part by the carpenters who build galleys and other vessles. These houses are, properly speaking, only miserable huts made of bamboo, and mud which is spread over them. Those of Dacca are scarcely better built, and that which is the residence of the Governor is an enclosure of high walls..."

তাঁর এ-চমৎকার বর্ণনায় তখনকার ঢাকানগরীর সীমান্তবর্তী গ্রামগুলো ও এর শহরতলির দৃশ্যই চিত্রায়িত।

ঢাকায় যে এসময় বড় বড় ও সুন্দর সুন্দর ইমারত এবং বিলাসব্যসনে বাস করবার উপযুক্ত ভবনাদি ছিল, তার আরও চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় আরেকজন জগদ্বিখ্যাত ফরাসি ভূ-পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের-এর ভ্রমণপঞ্জি থেকে। প্রসঙ্গত সুবাদার শায়েস্তা খানের আমলে মগ-পোর্তুগিজ জলদস্যুদের দৌরাত্ম্য যখন বেশ বেড়েছিল এবং তিনি তাদেরকে কঠোর হস্তে দমনের সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, সেসময় এই নিষ্ঠুর জলদস্যুদের একটা দল আরাকান রাজের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে অপহরণ করে। আর এরকমই এক ঝটিকা আক্রমণকালে দস্যুরা যখন বহির্গত হয়েছিল তখন সম্ভবত তাড়াহুড়ার কারণে নিজেদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে সঙ্গে নিতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। পরে ভ্রাম্যমাণ মোগল সৈন্যরা এই 'অসাধারণ অতিথিদের'কে উদ্ধার করে রাজধানীতে নিয়ে এলে স্বয়ং সুবাদার তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এবং তাদেরকে প্রভূত উপঢৌকনাদি প্রদান এবং তাদের মনোরম আবাসে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন।

বস্তুত এভাবেই শায়েস্তা খান হন্তারক দস্যুদের মন জয় এবং তাদেরকে নিজের অনুগত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ঘটনারই প্রাঞ্জল বর্ণনা দিয়েছেন বার্নিয়ের: "*Chah-hestkan* received these extraordinary visitors with open arms, gave them large sums of money ; provided the women and children with excellent accommodation in the town of Daka, and after he had thus gained their confidence, the pirates evinced an eagerness to act in concert with the *Mogol's* troops,..."[১০০]

সুতরাং উপরের এসব প্রত্যক্ষ দর্শনজাত অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে সহজেই ধারণা করা চলে, মোগলযুগের ঢাকায় ততদিনে প্রচুর সরকারি ইমরাত ও বেসরকারি বা ব্যক্তিগত ছোট-বড় ভবনাদি নির্মিত হয়েছিল। তবে উঁচু, বড় ও সুদৃশ্য হর্ম্যনিচয়ের পাশাপাশি অনেকানেক পর্ণ-কুটিরও ছিল।

এপ্রসঙ্গে নিকোলো মানুচ্চি-র বর্ণনা উদ্ধার করা যায়। তাঁর ভাষ্যে এসময়কার ঢাকা-কে পাওয়া যায়: "From Rajmahal I continued my journey on the river to the city of Daca (Dhakah), which was reached in fifteen days from leaving Rajmahal. The city of Dhakah is the metropolis of the whole province of Bengal, where a viceroy always resides who wields the greatest power, although when I reached it Mir Jumlah, the then viceroy, was not there, he having gone to make war on

Assam....The city of Dhakah, without being strong or large, has many inhabitants. Most of its houses are made of straw."[১০১]

এসময় ঢাকায় ইংরেজ[১০২] ও ডাচ বা ওলন্দাজ[১০৩] বণিকদের কুঠিবাড়ি বা ফ্যাক্টরি ছিল, ছিল বহু খ্রিস্টান পরিবার ও পাদরির বাস, যাদের অনেকে ছিল শ্বেতকায় ও কৃষ্ণ গাত্রবর্ণের পোর্তুগিজ এবং ছিল 'অগস্টিনহো' (Agostinho) নামীয় একটি চার্চ বা গির্জা।[১০৪] টাভার্নিয়ের জানাচ্ছেন, এটি ছিল– 'The church of the Rev. Augustin Fathers', যা ছিল পুরোপুরি ইটে তৈরী ও আকর্ষণীয় কারুকার্যখচিত। অন্যদিকে ইন্ডিয়া অফিসে রক্ষিত *XVII.—DACCA RECORDS* শীর্ষক বালাম থেকে জানা যায়, সতেরো শতক নাগাদ ঢাকা শহরে ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকগণ ছাড়াও ফরাসিদেরও উপস্থিতি ছিল।

"Dacca [Dakha, and also called from the *dakh*, or Butea frondosa, trees of the neighbourhood] was occupied by flourishing Dutch, English, and French factories in the 17th century."[১০৫]

এখানে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা বলা যায় যে বস্তুত মৌর্য, গুপ্ত, সুলতানি, মোগল, নবাবি, ইংরেজ, পাকিস্তানি অর্থাৎ এককথায় প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক– এই তিনযুগেই বাংলা-বহির্ভূত বিভিন্ন দেশি-বিদেশি রাজবংশের শাসনকালে পূর্ববঙ্গ থেকে যে সুপ্রচুর অর্থ বিভিন্নভাবে– কখনও রাজস্ব, কখনও উপঢৌকন, কখনও সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদির নামে-আকারে-প্রকারে কখনও মগধ-পাটলীপুত্র, কখনও দিল্লি-আগ্রা, লন্ডন-মুর্শিদাবাদ-কলকাতা-করাচি প্রভৃতি স্থানে চলে যেত, তার প্রমাণ আমরা মিরজুমলার যুগেও পাই।

বিপুল পরিমাণ অর্থ তিনি প্রেরণ করেছিলেন পারস্যে তথা আজকের ইরানে। সম্রাটের তথা কেন্দ্রীয় সরকারের ভয়ে এ-অর্থ অবশ্য ঢাকা থেকে পাচার করা হয়েছিল সেখানে অবস্থানকারী তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের ব্যয়ভার বহন বা তাদেরকে সাহায্য করবার নামে বা অজুহাতে। এসম্পর্কিত এক তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় শয়খ ফরিদ বখারি রচিত *দাখিরাতুল খাওয়ানিন* নামক গ্রন্থে। তবে এ-মুসলিম ঐতিহাসিক ঘটনাটি পুরোপুরি সত্য কি-না, সেব্যাপারে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। তাঁর ভাষায়: "Mir Jumla Isfahani :...During the Dakan famine, he made name in generosity...But the Irani people (in India) say that the generosity of the Mir was not innate. He has many sons and grandsons in Iraq (*i.e.,* Iran); every year, he sent for them two lakh rupees, but here in office documents, that amount was shown (by him) under the head of charity, fearing lest this matter (of sending money abroad) reached the august ears (of His Majesty). So, the descendants of

that late one (*i.e.,* Mir), constructed (with that money) a number of mansions in Isfahan and purchased sarais, gardess, water mills hospices and properties. God knows the truth and falsehood! In any case, in the scarcity of grain, when corn was two seers a rupee, he gave alms in abundance and the whole world (of people) received bounty from him."[১০৬] বলাবাহুল্য, ঢাকাসহ বিশেষত পূর্ববাংলার ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য কর-জাত আয় থেকেই হতো তাঁর এই দরাজহস্তের দান-দক্ষিণা, আত্মীয়স্বজন-হিতৈষণা।

সুবাদার শায়েস্তা খান

শায়েস্তা খান সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার পর[১০৭] তাঁরও প্রথম ও মুখ্য কর্তব্য দাঁড়ায় বর্বর আরাকানি মগ ও পোর্তুগিজ জলদস্যুদেরকে বাংলা থেকে যে কোনো উপায়ে বিতাড়ণ এবং প্রদেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধনী-গরিব সব শ্রেণীর মানুষের মনে স্থায়ী স্বস্তি ফিরিয়ে আনা।

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের বলেন, "The deliverance of *Bengale* from the cruel and incessant devastations of these barbarians was the immediate object of the expedition contempleted by *Chah-hestkan* upon his appointment to the government of that Kingdom."[১০৮]

তিনি রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়েও এনেছিলেন। বলা হয়ে থাকে, তাঁর কালে বাংলায় টাকায় ৮ (আট) মণ চাল পাওয়া যেত, এর সপক্ষে যুক্তি খাঁড়া করা চলে এভাবে যে, তিনি অত্যন্ত কঠোর-হৃদয়[১০৯] ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন, এবং একইসঙ্গে দীন-দুঃখীর প্রতি দয়ালু ও তাদের শেষ আশা-ভরসার স্থলস্বরূপ। বস্তুত সকলেই যে তাঁর শাসনামলে কম-বেশি সুখী ও সন্তুষ্ট ছিল, তা জানা যায় পূর্বোক্ত *দাখিরাতুল খাওয়ানিন*-এর এক বর্ণনা থেকে, যা এরকম:

"Nawwab Shaista Khan, son of Asaf Khan:..his august mansab is 5,000 person and horse and he is the governor of Dakan province where 1,700 illustrious *mansabdars* obey his order and (submit to his) dictates...All the mansabdars of this province, from low and high or young and old, are happy and contended with him. Whosoever cherishes whatever desire, he can refer his requirement without the intermediary of any one else to him at his court and attain his heart's wish."[১১০]

তাঁর আমলে সুবে বাংলার ক্রমসজ্জায়মান রাজধানী-নগরী ঢাকা যে আয়তনে যথেষ্ট বেড়েছিল, অসংখ্য দৃষ্টিনন্দন হর্ম্যরাজিতে, ফুলশোভিত বাগ-বাগিচায়, বাজার-গঞ্জে-

চকে এবং সহজ-সরল শান্তিপ্রিয় ও আবাস-সন্ধানী মানুষের নিত্য পদচারণায় মুখর হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ. এল. ক্লে জানাচ্ছেন: "Shaista Khan is also the reputed founder of several large mosques and other buildings, which are now in ruins. (This ruler appears to have encouraged architecture. A style of building prevalent in the city is still called "Shaista Khani.") During his administration the city and suburbs extended to the northward as far as Toonghee, a distance of some fourteen miles, the greater part of which is now covered with jungle."[১১১]

মোগল স্থাপত্যরীতিতে ঢাকায় পাকা ইমারত ও স্থাপনা যেমন দুর্গ, মসজিদ, সুবাদার ও উচ্চপদস্থ আমির-ওমরাহদের বাসভবন, ঈদগাহ, ফটক প্রভৃতি নির্মাণের কাজ ঢাকার দ্বিতীয়বার রাজধানী হওয়ার পরই মূলত ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল। ১৬৭৮ সালে আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র সুবাদার মুহম্মদ আজম ঢাকার বিখ্যাত 'লালবাগ দুর্গ' তৈরির কাজ শুরু করলেও শেষ করে যেতে পারেননি। এটিকে কেন্দ্র করেই লালবাগ দুর্গ-চত্বরে শায়েস্তা খান তদীয় প্রিয়, মৃতা কন্যা পরীবিবি (সুবাদার আজমের স্ত্রী)-র স্মৃতিরক্ষার্থে একটি চমৎকার সমাধি সৌধ নির্মাণ করেন। একইভাবে আজিম-উশ-শানের আদেশে মীর আবদুল কাসিম খান ঢাকার বিখ্যাত 'বড় কাটরা' তৈরি করেন। এরই একটি ক্ষুদ্রতর সংস্করণ নির্মিত হয় শায়েস্তা খানের আমলে 'ছোট কাটরা' নামে। জানা যায়: "Small Katra (caravanserai): This was built by Amirul Omrah, Nawab Shaista Khan,...as Viceroy of Bengal. It is said that it was intended for a caravanserai and was built some years after the great Katra, but the exact year is not known. It looks well from the river having one fine doorway facing in that direction."[১১২]

উপসংহার

ইসলাম খান, মিরজুমলা ও শায়েস্তা খান– এই সুপ্রসিদ্ধ সুবাদারত্রয়ীর গড়ে তোলা রাজধানী ঢাকা থেকে দিওয়ান কারতলব খান ১৭০৩[১১৩] বা ১৭০৪ সালে[১১৪] সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থে সুবে বাংলার দিওয়ানি বিভাগসহ আনুষঙ্গিক দপ্তরাদি অর্থাৎ রাজধানীতে অবস্থিত প্রায় অর্ধেক প্রশাসনযন্ত্র যখন 'মুকসুসাবাদ' বা 'মুকসুদাবাদে'[১১৫] স্থানান্তরিত এবং তার নাম দেন স্বীয় নামানুসরণে 'মুর্শিদাবাদ', এবং পরে (১৭১৭) স্বয়ং তিনিই যখন সুবাদার হন[১১৬], সুবাদারি প্রশাসনের তথা নিজামতেরও সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দপ্তর নতুন কর্মস্থলে নিয়ে যান[১১৭], তখন সঙ্গত কারণে পরিত্যক্ত রাজধানী অর্থাৎ ঢাকার শান-শওকত ম্লান হতে শুরু করেছিল। আবদুল করিমের ভাষায়, "Dacca was thus deprived of the

presence of the *subahdar* and henceforth the centre of gravity shifted to Makhsusabad, first the seat of the *diwani*, but some years later the seat of the provincial governmenr also."[১১৮]

মুর্শিদকুলির যুগ তাই ঢাকার জন্য এক কালো অধ্যায় বললে ভুল বা অত্যুক্তি হয় না। কেননা একটি দ্রুত বিকাশ- বা স্ফুটমান রাজধানীর যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূলে তিনি তীক্ষ্ণ কুঠারাঘাত করেছিলেন। ফলত তাঁর পরবর্তী নবাব-নাজিমগণও যেহেতু মুর্শিদাবাদকে রাজধানী রেখেই, সেখানেই একের পর এক বিপুল বিলাস-ব্যসনে মজে রাজত্ব করে গেছেন, সেহেতু সঙ্গত কারণে এটিকেই তাঁরা নানাভাবে সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত করবার চেষ্টা করেছেন।

অন্যদিকে আগে যেমন কোনো সুবাদার বদলি হলে এবং তার স্থলে প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর কারোর আবির্ভাব ঘটলে নবাগত জন এসেই সেটা পরিবর্তন করে নতুন স্থানকে রাজধানী নির্বাচন করতেন, কিন্তু সেই গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়া মুর্শিদকুলির পরে একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। অথচ তাঁর পরেও বাংলা, বিহার ও ওড়িশার আরেকজন খুব প্রভাবশালী এবং দিল্লি-আগ্রার অধীনতামুক্ত ব্যক্তি নবাব-নাজিম হয়েছিলেন, তিনি আলিবর্দি খান (১৭৪০-৫৬); তাঁরও রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ। তাঁর পরে তদীয় দৌহিত্র ও বাংলার 'শেষ স্বাধীন' নবাব তরুণ, অনভিজ্ঞ সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৬-৫৭) তো দেশি-বিদেশি নানা সুযোগসন্ধানী কুশীলবদের ষড়যন্ত্রে প্রাণই বিসর্জন দিলেন মুর্শিদাবাদে। ফলে এঁদের সময়ে ও পরবর্তী বেশ কিছুকালও বাংলার প্রধান শহর বা রাজধানী নগরীর যা কিছু ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ, তার সবকিছুই মুর্শিদাবাদকে ঘিরেই পরিকল্পিত, রচিত ও পরিচালিত হয়েছিল।

এদিকে নবাবি-উত্তরপর্বে, ইংরেজযুগে বিশেষ করে মহাদুর্ভিক্ষ উত্তরকালে এমনও দেখা গেল যে, একদা বিপুল জনবসতিপূর্ণ ঢাকা নগরী অনেকটা বিরাণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

তবে আশার কথা, সে-অবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। ইতিহাসের অমোঘ কালচক্রে ধীরে ধীরে ঢাকা ফিরে পেতে শুরু করেছিল তার পুরোনো দিনের ঐতিহ্য, হৃত গৌরব। সত্যি বলতে, বিশ শতকের সূচনাই হয়েছিল ঢাকার ভাগ্যাকাশে নতুন সূর্যের উদয় দিয়ে। ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গের মধ্য দিয়ে তৃতীয়বারের ন্যায় রাজধানী হয়েছিল ঢাকা, যদিও দ্বিখণ্ডিত বঙ্গের একাংশের। অন্য অংশের রাজধানী তখন কলকাতা। কিন্তু মাত্র অর্ধযুগ স্থায়ী হয়েছিল এটা। ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদের মাধ্যমে ঢাকা থেকেই শুধু রাজধানী স্থানান্তরিত হয়নি, ততদিনে কলকাতাও হারিয়েছিল সে-মর্যাদা (১১৯২); যা আর কখনই ফিরে পায়নি সে, পেয়েছে ঢাকা।

তবে সে-ইতিহাস ভিন্ন।

উল্লেখপঞ্জি

১. *Census of India, 1911 (Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim)*, Vol. V, Part I, L. S. S. O'Malley, p. 24.

২. পূর্বাঞ্চলীয় গঙ্গাবংশীয় রাজাদের একসময়কার রাজধানী ছিল 'কটক' (ওড়িশা)। ১৮০৩ সালে ইংরেজ অভিযান ও তা অধিকৃত হওয়ার আগে পর্যন্ত কটকের এ-মর্যাদা অটুট ছিল।

৩. মগধ বা বিহার ছিল পালরাজাদের যুগে বৃহত্তর বাংলার রাজধানী। [দেখুন, *Census of India, 1911 (Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim)*, Vol. V, Part I, p. 24)]; *The Ancient Geography of India*, Alexander Cunningham, pp. 381-83.

৪. রাজা লক্ষ্মণসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও তাঁর নামীয় মুসলিম বিজয়-পূর্ব বাংলার রাজধানী।

৫. *আইন-ই-আকবরি*-তে এটি সম্বন্ধে আবুল ফজল লিখেছেন, "*Jannatabad* is an ancient city : for a time, it was the capital of Bengal and was widely known as Lakhnauti and for a while as Gaur. His Majesty the late Emperor Humayun distinguished it by this title of Jannatabad." (দেখুন, Abul Fazl Allami's *The Ain-I Akbari*, Vol. II., Translated by Colonel H. S. Jarrett & further annotated by Sir Jadunath Sarkar, Oriental Books Reprint Corporation, New Delhi, 1978, p. 135).

৬. *Calcutta in the Olden Time: Its Localities & Its People*, Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta, 1974, p. 2.

৭. বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক তৎকালীন সেনরাজা লক্ষ্মণসেন এখান থেকেই বিতাড়িত হয়ে পূর্ববঙ্গে (বিক্রমপুরে) আশ্রয় নিয়েছিলেন।

৮. *Memoirs of Gaur and Pandua*, Khan Sahib M. Abid Ali Khan, Edited & Revised by H. E. Stapleton, Bengal Secretariat Book Depot, 1931, p. 17.

৯. *Early Travels in India, 1583-1619*, Edited by William Foster, Oriental Books Reprint Corporation, 1985, p. 28, see fn.

১০. *Sonargaon-Panam: A Survey of Historical Monuments and Sites in Bangladesh*, Edited by A. B. M. Husain and Others, The Asiatic Society of Bangladesh, 1997, p. 1; এপ্রসঙ্গে আরও দেখা যায়, *বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল*, আবদুল করিম; *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ)*, শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৯৮।

১১. *Early Travels in India, 1583-1619*, p. 28.

১২. *Memoirs of Gaur and Pandua*, p. 17.

১৩. *Memoirs of Gaur and Pandua*, p. 18; *The History of Bengal, Vol. II, Muslim Period (1200—1757)*, Edited by Sir Jadu-Nath Sarkar, The University of Dacca, 1972, p. 182.

১৪. *Memoirs of Gaur and Pandua*, p. 18; *Bengal under Akbar and Jahangir: An Introductory Study in Social History*, Tapan Raychaudhuri, Munshiram Manoharlal Publishers Private Limited, Delhi, 1969, p. 50.

১৫. *Memoirs of Gaur and Pandua*, p. 18.

১৬. আজিম-উশ-শান বিহারের সুবাদার নিযুক্ত হয়ে রাজধানী প্রথমে রাজমহলে (১৭০৩) এবং পরে পাটনায় সরিয়ে নিয়েছিলেন। শেষোক্ত স্থানের নাম দেন স্বীয় নামে 'আজিমাবাদ'। (দেখুন, *Murshid Quli Khan and His Times*, Abdul Karim, Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1963, p. 22; *Bengal in the Reign of Aurangzib, 1658-1707*, Anjali Chatterjee, Progressive Publishers, 1967, p. 35).

১৭. *The Seir Mutaqherin; or Review of Modern Times*, Seid–Gholam-Hossein-Khan, Vol. II, R. Cambray & Co. pp. 431-32; *Riyazu-s-Salatin (A History of Bengal)*, Ghulam Hussain Salim, Translated by Abdus Salam, Idarah-I Adabiyat, Delhi, 1975, pp. 385-97.

১৮. মধ্যযুগে এককভাবে সুবা ওড়িশার রাজধানী ছিল মূলত জাজপুর ও ভুবনেশ্বর। [দেখুন, *Census of India, 1911 (Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim)*, Vol. V, Part I, p. 25]. আরও দেখুন, *An Account (Geographical, Statistical, and Historical) of Orissa Proper or Cuttack*, A. (Andrew) Stirling, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1904.

১৯. বিস্তারিত জানতে দেখুন, *The Delhi Omnibus*, Oxford University Press, 2002.

২০. ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যের রাজধানী হিসেবে কলকাতা অবশ্য এখনও বর্তমান।

২১. *Sylhet' Thackeray*, Bradley-Birt, F. B. (Francis Bradley), pp. 86-90.

২২. *Principlal Heads of the History and Statistics of the Dacca Division*, A. L. (Arthur Llyod) Clay, 1867, p. 33.

২৩. *ঢাকা : পঞ্চাশ বছর আগে*, মূল হাকীম হাবীবুর রহমান, ভাষান্তর মোঃ রেজাউল করিম, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ১।

২৪. *কালের সাক্ষী ঢাকা*, অনুবাদ আবু জাফর, পৃষ্ঠা ১১; এর মূল দেখুন, *Dacca : A Record of Its Changing Fortune*, Ahmad Hasan Dani, Dacca, 1962, p. 17.

২৫. 'দবাক' 'বা 'ডবাক' শব্দটির সঙ্গে আসামের নওগাঁও বা নওগাঙ জেলার অনুরূপ শব্দটির সাদৃশ্যসম্পর্কিত মত মুদ্রাতত্ত্ববিদ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েরও। [দেখুন

তাঁর, *Coins and Currency System in Gupta Bengal, (c. A. D. 320-550)*, B. N. (Bratindra Nath) Mukherjee, Harman Publishing House, New Delhi, 1992, p. 21]. তবে শ্রীমুখোপাধ্যায় সম্রাট শশাঙ্কের সময়কার আবিষ্কৃত মুদ্রার ভিত্তিতে ঢাকার প্রাচীনত্বের কিছু যোগ পেয়েছেন। তাঁর ভাষায়, "Similar coins have been reported as chance-finds in different localities, mainly within the old limits of the Dacca and Comilla districts. The names of the old Jessore, Faridpur and Bogra districts and Tripura can also be mentioned in this connection. One piece was found together with a coin of Sasanka and another of Samacharadeva and a few specimens of Gupta silver coinage in a hoard unearthed near Muhammadpur in the old Jessore district." [দেখুন তাঁর, *Coins and Currency Systems of Post-Gupta Bengal (c. AD 550-700)*, Munshiram Manoharlal Publishers Private Limited, Delhi, 1993, p. 20]। অন্যদিকে ভি. আর. রামচন্দ্র দীক্ষিতর, সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে উৎকীর্ণ 'দবাক' শব্দ দ্বারা আসামের কথিত স্থানটি ছাড়াও এর সঙ্গে ঢাকা-কেও যুক্ত করবার পক্ষপাতী। তাঁর ভাষায়, "Line 22 of the Allahabad Pillar Inscription throws welcome light on Samudragupta's relations with his frontier kingdoms. This part of Harisena's inscription helps us to define with accuracy the limits of the Gupta empire under Samudragupta.../On the east, these states were: (1) Samatata which consisted of the valley of the Brahmaputra. Later on the emperor found the necessity for a natural outlet to the sea and make this a part of the province of Champa. (2) Kamarupa or the province of Assam, (3) Davaka which represents the territory bounded by the Khasi Hills on the north, Meghna on the east, the Ganges on the south and Karatoya on the west. This kingdom also included Dacca and Sunargaon." (দেখুন তাঁর, *The Gupta Polity*, V. R. Ramachandra Dikshitar, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, 1993, pp. 80-81). অর্থাৎ এ-বর্ণনা থেকে ঢাকার প্রাচীনত্বের প্রসঙ্গ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

২৬. *শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৫১২।*

২৭. p. 30.

২৮. *The History of Indian Literature*, Translated by John Mann & Theodor Zachariae, Trubner & Co., 1882, p. 200.

২৯. p. 200.

৩০. *A History of Sanskrit Literature*, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt., Ltd., 1972, p. 364.

৩১. *ভারতকোষ*, পঞ্চম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫০২।

৩২. *মোগল রাজধানী ঢাকা*, আবদুল করিম, অনুবাদ মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ২২।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২। এবিষয়ে মুহম্মদ এনামুল হকও প্রশ্ন তুলেছেন, "খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তর-ভারতে গুপ্ত-বংশের রাজত্বকালে 'মগধ'-সহ বঙ্গদেশ আর্যসাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে সমতট, কামরূপ ও ডাবক (Davaka) দেশের লোক সম্রাটকে করদান করত ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। এই 'ডবাক' কি ঢাকা?" (দেখুন, *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, মনসুর মুসা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৪৯৭-৯৮)।

৩৪. UNESCO প্রকাশিত *The Islamic Heritage of Bengal* গ্রন্থে ঢাকায় সুলতানিযুগের এরূপ ৮টি মসজিদের কথা বলা হয়েছে। (দেখুন, ঐ, pp. 179-92; আরও দেখুন, *Mosque Architecture of Pre-Mughal Bengal*, Syed Mahmudul Hasan, The University Press Limited, 1979).

৩৫. *Inscriptions of Bengal*, Vol. IV, Edited and translated by Shamsud-Din Ahmed, Varendra Research Museum, Rajshahi, 1960, pp. 62-4; *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal*, Abdul Karim, Asiatic Society of Bangladesh, 1992, pp. 134-7. আরও দেখা যেতে পারে, *Muslim Architecture in Bengal*, Ahmad Hasan Dani, 1961, pp. 191-93; *Dacca : The City of Mosques*, Syed Mahmudul Hasan, pp. 31-3.

৩৬. এবিষয়ে এইচ. (এফ.) ব্লকম্যান তাঁর *Contributions to the Geography and History of Bengal (Muhammedan Period)* এর পাদটীকায় (p. 8) যা লিখেছেন তা প্রচুর তথ্যবহুল হওয়ায় এখানে তুলে ধরা হলো: "Stewart says that Dhaka is a modern town, "because the name does not occur in the Ain." But it does; *vide* my text edition, p. 407, where the Mahall to which it belongs, is called Dhakka Bazu. In Gladwin's spelling 'Dukha Bazoo' it is, however, scarcely recognizable. Dhaka occurs in the Akbarnamah as an Imperial thanah in 1584; and Sir A. Phayre (*vide* above, p. 53) mentions it in 1400."

৩৭. এজন্য দেখা যেতে পারে, *Excavation at Wari-Bateshwar : A Preliminary Study*, Edited by Enamul Haque, Dhaka, 2001; *উয়ারী-বটেশ্বর : শেকড়ের সন্ধানে*, সুফি মোস্তাফিজুর রহমান ও মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, ঢাকা, ২০১২।

৩৮. *'ঢাকার প্রাচীন নিদর্শন'* শিরোনামে শাহ্ মুহম্মদ নাজমুল আলম কর্তৃক অনূদিত, একাডেমিক প্রেস এণ্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৬৪।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৪।

৪০. Compiled/contained in the *Affairs of the East India Company being the Fifth Report* from the Select Committee of the House of Commons 28th July, 1812, Vol. II., B. R. Publishing Corporation, Delhi, 2001, p. 344; অতঃপর The Fifth Report নামে উল্লিখিত।

৪১. *বাংলা দেশের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্যযুগ), রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, জেনারেল, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১২৬।

৪২. শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, "The reign of Jahangir forms a definite landmark in the history of Bengal. Under Akbar, Mughal rule in Bengal was more like an armed occupation than a settled administration...It was early in the reign of Jahangir that organised and effective steps were taken to crush all the independent zamindars and impose a uniform administrative system over the entire territory...The reign of Jahangir also witnessed the greatest extension of the political influence and authority and the territorial limits of the Mughal empire on the north-eastern frontier." [দেখুন, *The History of Bengal, Vol. II, Muslim Period (1200—1757)*, p. 234].

৪৩. *The Akbar Nama of Abu-l-Fazl*, Vol. 3, Translated by H. Beveridge, Low Price Publications, 2007, p. 1023.

৪৪. *Bengal District Gazetteers : Santhal Parganas*, L. S. S. O'Malley, p. 31.

৪৫. *The Akbar Nama of Abu-l-Fazl*, Vol. 3, pp. 1042-3.

৪৬. *Raja Man Singh of Amber*, Rajiva Nain Prasad, The World Press Private Ltd., Calcutta, 1966, p. 91.

৪৭. *The Akbar Nama of Abu-l-Fazl*, Vol. 3, p. 1213. আরও দেখুন, *কেদার রায়*, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, চতুর্থ অধ্যায়।

৪৮. রাজা মানসিংহের আধুনিক জীবনীকার শ্রীরাজীব নাইন প্রসাদ যথার্থই বলেছেন, "Isa Khan was the most turbulent Afghan leader whom Raja Man Singh had to face. He was the craftiest and the ablest of all the contemporary Afghan chiefs of Bengal..." (দেখুন, Op. cit., p. 96).

৪৯. *The Akbar Nama of Abu-l-Fazl*, Vol. 3, p. 1093.

৫০. *Raja Man Singh of Amber*, p. 102.

৫১. Ibid., p. 104.

৫২. p. 29.

৫৩. তাঁর মূল নাম আলাউদ্দিন। জাহাঙ্গিরের সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি

'ইসলাম খান' উপাধি পেয়েছিলেন। ফলে তাঁর পুরো নাম হয় ইসলাম খান চিশতি ফারুকি। প্রথমে তিনি ছিলেন বিহারের সুবাদার, তখন তাঁর মনসব ছিল ৫,০০০। জাহাঙ্গির কুলি খান লালা বেগের মৃত্যুর পর (জাহাঙ্গিরের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে) তাঁকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। এখানে বিদ্রোহী আফগানদের দমনে সাফল্য দেখানোয় তাঁর মনসব ৬,০০০-এ উন্নীত হয়। (দেখুন *The Maathir-Ul-Umara*, Nawwab Samsam-ud-daula Shah Nawaz Khan & Abdul Hayy, Translated by H. Beveridge, Vol. 1, Low Price Publications, 1999, pp. 692-3).

৫৪. সংগৃহীত, *Raja Man Singh of Amber*, p. 91, see fn.

৫৫. দেখুন, *Waki'at-I Jahangiri*, compiled in *The Histroy of India as told by its Own Historians*, Sir H. M. Elliot and John Dowson, Vol. 6, Low Price Publications, 2008, p. 328.

৫৬. *A Statistical Account of Bengal*, Vol. V., Trubner & Co., London, 1875, p. 120; *The Imperial Gazetteer of India*, Vol. XI (Coondapoor to Wdwardesabad), 1908, p. 117.

৫৭. *Eastern Bengal District Gazetteers: Dacca*, B. C. (Basil Copleston) Allen, Pioneer Press, Allahabad, 1912, p. 2.

৫৮. *Census of India, 1911 (Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim)*, Vol. V, Part I, p. 24.

৫৯. *History of the Portuguese in Bengal*, J. J. A. Campos, Janaki Prakashan, Patna, 1979, p. 88.

৬০. দেখুন, ইংরেজিতে অনূদিত তাঁর গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ৩-সংখ্যক টীকা; সংগৃহীত, *বাহারীস্তান-ই-গায়বী*, মির্জা নাথান (মূল), অনুবাদ খালেকদাদ চৌধুরী, পৃষ্ঠা ২০৭।

৬১. *Dacca : A Record of Its Changing Fortunes*, p. 31.

৬২. *ঢাকার ইতিহাস*, যতীন্দ্রমোহন রায়, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা, ২০০০, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৬৩. *East-India Gazetteer*, Walter Hamilton, Low Price Publications, 1993, p. 477.

৬৪. দেখুন, *Travels in the Mogul Empire*, Francois Bernier, Translated by Archibald Constable-এ তৎপ্রদত্ত ৪-সংখ্যক পাদটীকাস্থ ব্যাখ্যা, p. 171.

৬৫. *Dacca : The Mughal Capital*, Abdul Karim, p. 14.

৬৬. আধুনিক লেখক-ঐতিহাসিকদের মধ্যে আবদুল করিমের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন যেমন– শ্রীকেদারনাথ মজুমদার [*ঢাকার বিবরণ*, (ঢাকার ইতিহাস, ২য় খণ্ড ভুক্ত), পৃষ্ঠা ৫৭২, ৫৭৩]; শরীফ উদ্দিন আহমেদ (*Dhaka : A Study in Urban History and Development,*

1840-1921, Sharif Uddin Ahmed, Academic Press and Publications Ltd., Dhaka, 2003, p. 13); মোহাম্মদ আবদুল কাইউম (*ঢাকার ইতিবৃত্ত : ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি*, পৃষ্ঠা ৩২); রফিকুল ইসলাম প্রমুখ। অধ্যাপক ইসলাম তো নিশ্চিত করে বলেই ফেলেছেন, ''ইসলাম খান ১৬১০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ বা আগষ্ট মাসের শুরুতে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে ঢাকায় আসেন এবং ঢাকার নতুন নাম দেন জাহাঙ্গীরনগর। ঢাকা সুবা বাংলার রাজধানীতে উন্নীত হয়।" (*ঢাকার কথা*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০১, পৃষ্ঠা ১৫)। অবশ্য তিনি এতটা নিশ্চিত হওয়ার সপক্ষে কোনো উৎস বা সূত্র গ্রন্থিত করেননি।

৬৭. *Dacca : The Mughal Capital*, pp. 9-13.

৬৮. *যদুনাথ সরকার রচনা সম্ভার*, সংকলন ও সম্পাদনা নিখিলেশ গুহ ও রাজনারায়ণ পাল, পৃষ্ঠা ৩৬৫-৬। প্রসঙ্গত এরূপ ধারা-বর্ণনা লক্ষগোচর হয় মির্জা নাথান রচিত *বাহারীস্তান-ই-গায়বী* নামক এপর্বের বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে সুলিখিত, ঘটনার প্রায়শ প্রত্যক্ষ দর্শনজাত ও নির্ভরযোগ্য দরবারি ইতিহাসেও। তবে বিস্ময়কর হলেও সত্য, এর দীর্ঘ ও অনুপুঙ্খ বর্ণনায়ও ঢাকায় ঠিক কবে, কখন রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল, তার উল্লেখ নেই।

৬৯. *The Maathir-Ul-Umara*, Vol. 1, pp. 692-3.

৭০. ইসলাম খানের বয়স (জাহাঙ্গিরের থেকে মাত্র ১-বছর কম) তুলনামূলকভাবে অল্প হওয়ায় দরবারের প্রভাবশালী আমির-ওমরাহগণ তাঁর নিয়োগে আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু জাহাঙ্গির সেসব উপেক্ষা করেই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ইচ্ছায় ও পছন্দে তাঁকে সুবাদার পদে নিয়োগ করে বাংলায় প্রেরণ করে। কার্যত তিনি যে মোটেও ভুল করেননি, পরবর্তী ইতিহাস তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। ইসলাম খান তাঁর নিয়োগকর্তার আস্থার বাস্তব প্রতিফলন দেখিয়েছিলেন।

৭১. *The Romance of an Eastern Capital*, F. B. Bradley-Birt, Smith, Elder, & Co., London, 1906, p. 93.

৭২. *The Imperial Gazetteer of India*, Vol. XI, p. 117.

৭৩. মোগলযুগের বাংলা ও ঢাকা সম্পর্কে ইংরেজ ঐতিহাসিক Robert Orme কী বিমুগ্ধ, বিস্ময়কর উক্তি উচ্চারণ করেছেন, তা একবার দেখা যাক: "The province of Bengal is the most fertile of any in the universe, more so than Egypt, and with greater certainty... / The country about Dacca, where the Ganges disembogues itself by a hundred mouths into the ocean, is alone sufficient to supply the whole province of Bengal with rice: and every other part of the province, if duly cultivated, would produce exceedingly more than its occasions." (দেখুন তাঁর, *Historical Fragments of the Mogul Empire, of the Morattoes, and of the English Concerns in Indostan*, Associated Publishing House, 1974, pp. 259-60).

৭৪. *বাহারীস্তান-ই-গায়বী*, পৃষ্ঠা ২৩।
আবদুল করিম নিশ্চিত করে বলেছেন, ইসলাম খান নিযুক্তির (মে ১৬০৮) মাত্র এক মাসের মধ্যে রাজমহলে এসে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। (দেখুন তাঁর, *History of Bengal, Mughal Period*, Vol. I., Abdul Karim, p. 438).

৭৫. *তুযুক-ই-জাহাঙ্গিরি* সূত্রে জানা যায়, নিয়োগকালেই তাঁকে ৪,০০০ সওয়ার ও ৩,০০০ ঘোড়ার মনসব দেওয়া হয়েছিল। (দেখুন, *Tuzuk-I-Jahangiri or Memoirs of Jahangir*, Translated by Alexander Rogers and edited by Henry Beveridge, Low Price Publications, 1989, pp. 142-44).

৭৬. *Waki'at-I Jahangiri*, Vol. 6, p. 327.

৭৭. ১০১৪ হিজরির ২০শে জমাদিউস-সানি মোতাবেক ১৬০৫ সালের ২৪শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবারে। (দেখুন, *Tuzuk-I-Jahangiri or Memoirs of Jahangir*, p. 1; *History of Jahangir*, Beni Prasad, The Indian Press (Publications) Pvt., Ltd., Allahabad, 1962, p. 120).

৭৮. *Waki'at-I Jahangiri*, Vol. 6, pp. 327-8.

৭৯. Ibid., Vol. 6, p. 328.

৮০. *Tuzuk-I-Jahangiri or Memoirs of Jahangir*, p. 209.

৮১. যে-কারণে ঢাকায় তাঁকে বিভিন্ন পাকা ও শক্ত ইমারত-স্থাপনাদি নির্মাণ করতে হয়েছিল। জেমস ফার্গুসন (James Fergusson) জানাচ্ছেন, "At the other end of his dominions also he built a splendid new capital at Dacca, in supersession to Gaur, and adorned it with several buildings of considerable dimensions. These, however, were principally in brick-work, covered with stucco, and with only pillars and brackets in stone." (দেখুন তাঁর, *History of Indian and Eastern Architecture*, Revised and edited by James Burgess & R. Phene Spiers, Low Price Publications, 1997, Book VII, Chapter X, p. 305).

৮২. *A Statistical Account of Bengal, Vol. V : Districts of Dacca, Bakarganj, Faridpur, and Maimansinh*, p. 67. নতুন রাজধানীর নামকরণ রাজমহল থেকে তা স্থানান্তরের অব্যবহিত পরেপরেই, নাকি অনেককাল পরে করা হয়েছিল, তার কোনো সুস্পষ্ট ও লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে আমরা মনে করি, যেহেতু মোগলদের আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের প্রবণতাই ছিল সাধারণত নতুন কোনো স্থান বিজিত হলে এবং সেটিকে যদি রাজধানী বা অনুরূপ কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থান বা অধিষ্ঠান করা হয়, তবে সেটি ক্ষমতাসীন সম্রাটের নামেই করা, এটা তাঁরা সম্রাটকে যারপরনাই খুশী করবার মানসেই করতেন। সঙ্গত কারণে ধরে নেয়া যায়, ১৬০৮, ১৬১০ বা ১৬১২

সালে, যেটাই হোক না কেন, ঢাকাকে রাজধানী হিশেবে নির্বাচন ও স্থাপনের প্রায় শুরু থেকেই এই নামকরণ হয়েছিল। মধ্যে কেন্দ্রের অর্থাৎ সম্রাটের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেতে যেটুকু দেরী, তা হয়ে থাকবে। আমাদের এ-বক্তব্যের সমর্থনে এ-যুক্তি বা ব্যাখ্যাই যথেষ্ট যে, বস্তুত তিনি (ইসলাম খান) যখন কোথাও যুদ্ধাভিযানে সৈন্যপ্রেরণ বা স্বয়ং সসৈন্য যাত্রা করতেন তখন উদ্দিষ্ট স্থানের রাজ-রাজন্য, ভূস্বামী বা প্রধান শাসককে আত্মসমর্পণের জন্য যে পত্র লিখতেন, অথবা দিল্লিতে যুদ্ধজয়ের সংবাদ পাঠাতে বা অন্য কোনো কারণে সম্রাটের সঙ্গে দূত মারফত পত্র যোগাযোগ করতেন, তখন প্রেরককর্তার নাম ও স্থান উল্লেখের প্রয়োজনে সুবার রাজধানী হিশেবে কোনো না কোনো নাম নিশ্চয়ই তাঁকে লিখতে হতো, আর সেটা তিনি করতেন নতুন রাজধানী 'জাহাঙ্গিরনগর' বা 'জাহাঙ্গিরাবাদ'-কে কেন্দ্র করেই। ফলে ধারণা করা অমূলক হবে না যে, ঢাকার 'জাহাঙ্গিরনগর' বা 'জাহাঙ্গিরাবাদ' নামকরণ এর রাজধানী হওয়ার প্রথম দিকেই নিষ্পন্ন হয়েছিল। অবশ্য এর ভিন্ন মতও আছে। যেমন সৈয়দ মুহম্মদ তৈফুর লিখেছেন, "The Nawab (*Islam Khan Chishti*) landed in Dhaka in 1608 and after completely overpowering Pathan opposition and consolidating Moghal authority in Bengal, he formally renamed Dhaka as Jahangirnagar in 1612 in honour of his patron and liege." (দেখুন তাঁর, *Glimpses of Old Dhaka*, Syed Muhammed Taifoor, p. xxvi). এটা হওয়াও অসম্ভব নয়।

৮৩. *History of Bengal, Mughal Period*, Vol. I., p. 438.

৮৪. *Memoirs of Gaur and Pandua*, p. 18.

৮৫. p. 284.

৮৬. *A Sketch of the Topography & Statistics of Dacca*, Reprint, Edited by Sirajul Islam, Asiatic Society of Bangladesh, 2010, p. 51.

৮৭. *Principlal Heads of the History and Statistics of the Dacca Division*, p. 34.

৮৮. দেখুন, *The Islamic Heritage of Bengal* ভুক্ত তাঁর প্রবন্ধ 'Islam in Bengal', p. 33; *The Rise of Islam and the Bengal Frontier (1204-1760)*, p. 150.

৮৯. দেখুন তাঁর, *Bengal under Akbar and Jahangir*, Tapan Raychaudhuri, p. 51.

৯০. p. 60.

৯১. পৃষ্ঠা ৭২। অবশ্য এটির সম্পাদক ভিন্ন মত (১৬০৮) প্রকাশ করেছেন। দেখুন ঐ, ভূমিকা।

৯২. Op. cit., p. 35.

৯৩. স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, 'বাঙ্গলার প্রথম স্বাধীন নবাব মুর্শীদ কুলী খাঁ...।' দেখুন, *যদুনাথ সরকার রচনা সম্ভার*, সংকলন ও সম্পাদনা নিখিলেশ গুহ ও রাজনারায়ণ পাল, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১, পৃষ্ঠা ৪৩৩।

৯৪. *Travels in India*, Jean-Baptiste Tavernier, Translated by V. (Valentine) Ball & edited by William Crooke, Low Price Publications, 2007, Book I, Chapter VIII, p. 102.

৯৫. *The Life of Mir Jumla : The General of Aurangzeb*, Jagadish Narayan Sarkar, Rajesh Publications, 1979, pp. 271-2.

৯৬. pp. 142-3.

৯৭. Ibid., pp. 149-50.

৯৮. Ibid., p. 151

৯৯. *Travels in India*, Book I, Chapter VIII, p. 104.

১০০. *Travels in the Mogul Empire*, Francois Bernier, Translated by Archibald Constable & revised by Vincent A. Smith, Low Price Publications, 1989, p. 181.

১০১. *Mogul India or Storia Do Mogor (1653-1708)*, Niccolao Manucci, Translated by William Irvine, Low Price Publications, 1996, Vol. II, p. 80.

১০২. ঢাকায় ইংরেজ কুঠি আনুমানিক ১৬৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও সম্ভবত তা সরকারি অনুমোদন পায় আরও ২-বছর পরে (১৬৬৮)। ১৬৬৮ সালের ২৪শে জানুয়ারিতে হুগলী কর্তৃপক্ষকে লিখিত কোর্ট অভ ডিরেক্টরমণ্ডলীর একটি পত্র থেকে জানা যায়, ঢাকাকে তারা বাণিজ্যের জন্য তখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করত। চিঠির ভাষায়, "Decca is a place that will vend much Europe goods, and that the best Cossaes *(কোষা)*, Mullmuls *(মলমল)* &c. may there be procured." (সংগৃহীত, *A Geographical Account of Countries Round the Bay of Bengal, 1669 to 1679*, p. 150, see fn 2)। ১৬৭০ সাল থেকে এখানে ইংরেজ কুঠির কর্মতৎপরতা পূর্ণোদ্যমে চালু হয়েছিল। তখন কুঠি-প্রধান ছিলেন জন স্মিথ (John Smith)। এঁর পরে হয়েছিলেন রবার্ট এলওয়েস (Robert Elwes), স্যামুয়েল হার্ভি (Samuel Hervy) প্রমুখ। তবে শুরুর দিকে তাদের এ-কুঠি যে বাঁশ-খুঁটিতে তৈরী ও ছনে-খড়ে ছাওয়া এবং খুব সামান্য ইটের কাজই তাতে ছিল, তা ধারণা করা যায় এভাবে যে, এগুলোতে প্রায়ই আগুন লাগত। অবশ্য এসময় বাড়ি-ঘরে আগুন লাগাটা ছিল নাকি ঢাকার একটা সাধারণ বা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার! স্ট্রেনসাম মাস্টারের ডায়েরীতে এসম্পর্কে

কৌতূহলজনক বর্ণনা পাওয়া যায়, যার প্রাসঙ্গিক অংশ এরকম: "...the Company's house in Dacca is very streight and not capable to receive and secure the Honble. Company's goods by reason of severall thatcht hovells within and round about the compound which are very dangerous in respect of fire which often happens in Dacca. The Councell did therefore order that brick buildings be forthwith erected to secure the Company's Goods..." (সংগৃহীত, *A Geographical Account of Countries Round the Bay of Bengal, 1669 to 1679*, Translated by Sir Richard Carnac Temple, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt., Ltd., 1997, p. 151, see fn 2).

১০৩. মিরজুমলার যুগে ইংরেজদের তুলনায় ডাচদের কুঠিবাড়ি ছিল অপেক্ষাকৃত সুন্দরভাবে নির্মিত ও সুরক্ষিত। টাভার্নিয়ের লিখেছেন: "The Dutch, finding that their goods were not sufficiently safe in the common houses of Dacca, have built a very fine house..." (দেখুন, *Travels in India*, Book I, Chapter VIII, p. 105).

১০৪. *Mogul India or Storia Do Mogor*, Vol. II, p. 80.

১০৫. দেখুন, *I. Report on the Old Records of the India Office*, p. 92.

১০৬. *Nobility under the Great Mughlas-Based on Dhakhiratul Khawanin of Shaikh Farid Bhakkari*, Translated by Z. A. (Ziyaud-Din Abdul-Hayy) Desai, Sundeep Prakashan, 1st Published in 2003, p. 73.

১০৭. তিনি ১৬৬৪ সালের ৮ই মার্চ ৬৩ বছর বয়সে অর্থাৎ প্রায় বৃদ্ধ অবস্থায় জাহাঙ্গিরনগরে তথা ঢাকায় এসে বাংলার সুবাদারি গ্রহণ করেছিলেন।

১০৮. *Travels in the Mogul Empire*, p. 179.

১০৯. তাঁর সম্বন্ধে সমকালীন ফরাসি পরিব্রাজক ফ্রাঁসোয়া মার্টিন লিখেছেন, '...Dacca, the usual seat of residence for the Viceroy of Bengal...The Viceroy was Shaista Khan, uncle of the emperor Aurangzeb and a man of singular worth and ability.' [দেখুন, *India in the 17th Century (Social, Economic and Political), Memoirs of Francois Martin (1670-1694)*, Vol. I, Part II, Translated and annotated by Lotika Varadarajan, Manohar, 1983, p. 565].

১১০. Op. cit., p. 61.

১১১. *Principlal Heads of the History and Statistics of the Dacca Division*, p. 35.

১১২. *List of Ancient Monuments in Bengal* 1895, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1896, p. 198.

১১৩. শ্রীনিখিলনাথ রায় লিখেছেন, ''এই সমুদয় কারণ বিবেচনা করিয়া দেওয়ান কারতলব খাঁ কাননগো ও খালসা বা রাজস্ব বিভাগের অন্যান্য কর্মচারীর সহিত

১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে মুখসুসাবাদে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার কুলুড়িয়া নামক পতিত মৌজায় দেওয়ানখানা ও মহলসরা প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া দক্ষতাসহকারে দেওয়ানি কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।" (*মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*, কলকাতা, ১৩০৯, পৃষ্ঠা ৫৩০)।

১১৪. স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন, "*The name*,—We all know that when Murshid Quli (Jafar) Khan, the diwan of Bengal, removed the provincial revenue headquarters from Dacca to this place in 1704, it came to be called after him, *Murshidabad*, instead of its former name *Mukhsusabad*, or the Select City." (See, his article titled *Old Murshidabad : Historical Memories*, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস: প্রথম পর্ব গ্রন্থ ভুক্ত), পৃষ্ঠা ১০৯।

১১৫. দুটো নামই চলে। [দেখুন, *A Bengal District in Transition : Murshidabad, 1765-1793*, K. M. (Khan Mohammad) Mohsin, Asiatic Society of Bangladesh, 1973, p. 4].

১১৬. এসময় দিওয়ান হয়েছিলেন প্রথমে সৈয়দ আকরাম খান ও তাঁর মৃত্যুর পরে সৈয়দ রাজি খান, তাঁর মৃত্যুর পরে মির্জা আসাদউল্লা ওরফে সরফরাজ খান।

১১৭. ঢাকায় তাঁর পক্ষে প্রথম নায়েব-ই নাজিম বা ডেপুটি গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন খান মুহম্মদ আলি খান।

১১৮. *Murshid Quli Khan and His Times*, p. 22.